আবেদন

'গোলটেবিল' শীর্ষক একটি নাটিকা লেখার অপরাধে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাকে বরখাস্ত করেছেন। উক্ত পত্রিকায় আঠারো বছর সাংবাদিকতা করার পর অকস্মাৎ আমি বেকার এবং স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিপন্ন। নাট্যসেবা ব্যতীত আজ জীবিকার্জনের আর অন্য কোন উপায়ই আমার নেই। সুতরাং আমার নাটক যাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন বা করবেন, আশা করি তাঁরা এই বিপদের সময় আমাকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করে আমার স্ত্রীপুত্রপরিজনকে অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচাবেন।

দেশবন্ধুনগর, ২৪-পরগণা
১।৩।৫৪

নিবেদক
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মশাল

[সামাজিক নাটক]

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধুনগর : ২৪-পরগণা

মূল্য দুই টাকা

স্টক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান : ডি, এম, লাইব্রেরী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রীগুরু লাইব্রেরী

প্রকাশক : শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধুনগর, ২৪-পরগণা।

মুদ্রক : শ্রী ভি, এস, শর্মা, মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড,

১১৪ ও ১১৬, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

বিভক্ত বাংলায় ১৯৫০ সালে যখন পুনরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষানল জ্বলে ওঠে তখন বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে রচনা করি 'মশাল'। সমাজ-দেহের বিভিন্ন অংশে বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে, প্রচণ্ড আঘাতে নিজের অজ্ঞাতসারেও মানুষ সাম্প্রদায়িকতার কাছে ক্রমশ আত্মসমর্পণ করতে আরম্ভ করে, কুচক্রীর দল সেই সংঘাতকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার জন্যে গুণ্ডাদলের আশ্রয় নেয়, পীড়নের ভয়ে লোক সত্যপ্রকাশে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, বর্বরতার যূপকাষ্ঠে মানবতার চরম নিগ্রহ হতে থাকে, অভাবনীয় নৃশংসতা এক অন্ধকার যুগের সৃষ্টি করে। সশস্ত্র সংগ্রামে শত্রু আত্মসমর্পণ করলে তার ওপর অস্ত্রাঘাত করা হয় না, আহত ও পীড়িতের সেবার ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এতই নির্মম যে, পায়ে লুটিয়ে পড়েও অব্যাহতি নেই, শানিত অস্ত্র তার বক্ষ ভেদ করে, লৌহদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতার মদিরা পানে যেলোক ক্ষিপ্ত হয়, দয়া মায়া মনুষ্যত্ব বলে তার কিছু থাকে না; হিংস্রতা তাকে আদিম যুগের এক বর্বর পশু করে তোলে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা মানুষকে যতখানি নির্মম ও হীন করে দেয়, যুদ্ধও বুঝি ততখানি পারে না।

এই অন্ধকারের মধ্যেও যারা বজ্রকঠিন হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠপদে রুখে দাঁড়িয়েছিল, বিপন্ন মানবতাকে বাঁচাবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে সংগ্রাম করেছিল, তাদেরই একটি চিত্র 'মশাল'এ দেবার চেষ্টা করেচি। প্রতিকূল শক্তি প্রবল ছিল বলে সমস্ত নিষ্ঠুরতার প্রতিরোধ করা সেদিন সম্ভব হয়নি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে

মানবতার পূজারীদের জয়যাত্রা যেখানে শুরু সেখানেই নাটকের অবসান।

বলা বাহুল্য, সেদিন সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছিল আজ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের সংগ্রামেও তারাই রয়েচে পুরোভাগে। সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদ প্রচার না করে মানুষের মনে যদি আশার আলো জেলে তুলতে হয় তবে জনতার এই সংগ্রামশীল সেনামুখটিকে উজ্জ্বল করে এঁকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করার বিশেষ দায়িত্ব আজকের দিনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আছে বলে আমি মনে করি এবং সেই দায়িত্ববোধই থেকেই আমার 'মশাল'এর সৃষ্টি।

ভাবনা ছিল যাদের কথা লিখেচি তারা কি ভাবে নেবে? কিন্তু যেদিন শুনলাম ভদ্রকালী নাট্যচক্র অভিনীত 'মশাল' স্থানীয় শ্রমিকশ্রেণীকেও অনুপ্রাণিত করতে পেরেচে, সেদিন আমার মনে অপার আনন্দ! তারপর আমি দু'তিনটি শ্রমিক সমাবেশে দর্শকদের মধ্যে বসে মশাল-এর অভিনয় দেখি এবং তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আসার পর নাটকের দু'একটি স্থান পরিবর্তন করি। পরে শুনেচি সে পরিবর্তন দর্শকদের আরো বেশি খুশি করতে পেরেচে।

এর পর 'মশাল' কলকাতায় বিশেষভাবে সমাদৃত হয় ১৯৫১ সালে জাতীয় যুব ছাত্র শান্তি উৎসবে। পার্ক সার্কাস ময়দানে অধিক রাত্রে অশনি চক্র মশাল-এর অভিনয় আরম্ভ করলে আশপাশের যাঁরা সব বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, দর্শকদের মধ্যে অনেকে নাটক দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটে গিয়ে তাঁদের ডেকে তুলে নিয়ে আসেন নাটক দেখাবার জন্যে। শুনেচি মেটিয়াবুরুজে শান্তি সম্মেলনেও নাকি শ্রমিকগণ গিয়ে বস্তি থেকে এভাবে তাদের সহকর্মীদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে এনেছিলেন।

এযাবৎ 'মশাল' বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিনীত হয়েচে এবং শ্রমিক,

কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের কাছেই সমভাবে সমাদর লাভ করেচে। সমস্ত অভিনয়ের বিবরণ আমার কাছে পৌছায়নি, আমি যতটা পেয়েচি তাতে দেখা যায় অন্তত ত্রিশ হাজার দর্শক মশাল দেখেচেন।

মশাল-এর সাফল্যের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বহু সুহৃদের কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী। নামোল্লেখ করে তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব নয় বলেই সে প্রলোভন সংবরণ করলাম। তবে একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে, তাঁদের সহযোগিতা না পেলে মশাল-এর পূর্ণ রূপ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। ইতি

দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪।

গ্রন্থকার

কয়েকটি মতামত

"ঘটনার বাস্তব রূপায়ণে, সংলাপে ও সকলের সুষ্ঠু অভিনয়ে 'মশাল' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'মশাল' নাটক একটি বড় সৃষ্টি। সারা বাংলায় এই নাটকের অভিনয় হলে সত্যিকারের কল্যাণ সাধিত হবে।"

[স্বাধীনতা, ৩১শে আগস্ট, ১৯৫১]

"The whole thing has been told in a neat five-act drama which leaves a deep impression on the audience. Author-director Digindra Chandra Banerjee should be congratulated on the way he has handled the subject and the suspense he has been able to maintain all through."

[Sport & Pastime, Dec. 13, 1952]

"গত ১১ই সেপ্টেম্বর রঙমহলে অশনি চক্রের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মশাল' অভিনয় দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।.... নাটকখানি নূতন ভাবসম্পদে বেশ উপভোগ্য ও সজীব হইয়াছে। দিগিন্দ্রবাবু কয়েকখানি নাটকই লিখিয়াছেন। তিনি এরূপ নবনব ভাবে বর্ত্তমান সমস্যা অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়া নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন ইহা আমাদের ঐকান্তিক কামনা।"

[শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫১]

"সাম্প্রতিক সমস্যাকে এত ঘনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠভাবে আর কেউ আলোচনা করেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের আজকের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যে ধরনের দুর্বলতা রয়েছে, যে যে শক্তি যে ভাবে কাজ করতে চাইছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে কোন কোন শক্তির অদৃশ্য বা প্রকাশ্য হাতছানি রয়েছে, শ্রমিকদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি, এ থেকে বাঁচবার, বাঁচাবারই বা উপায় কি—সে সবেরই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন নাট্যকার। এই নাটকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামপদ্ধতিরই যেন নির্দেশ দিতে চেয়েছেন তিনি।....'মশাল' তাই পাক-ভারত সমস্যাকেই শুধু আলোকিত করবে না, আলোকিত করবে শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যাকেও। 'মশাল জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যারও নাটক।"

[চিত্রবাণী, মাঘ, ১৩৫৯]

সুহৃদ্বর

শ্রীব্রজগোপাল দাস

নাট্যরসিকেষু ।

চরিত্র-পরিচয়

মতি	....	শ্রমিক নেতা
শঙ্কর	....	ঐ
জালাল	....	মতির সহকর্মী
জয়নাল	....	জালালের পুত্র
শোভনলাল	....	জঙ্গী শ্রমিক
মনোহর	...	বিভ্রান্ত শ্রমিক
লালমোহন	....	বামপন্থী
রামকান্ত	....	ভদ্রবেশী গুণ্ডা
হীরালাল	....	দালাল: শ্রমিক
মিঃ জ্যাকসন	....	চটকলের ম্যানেজার
খগেন	....	শ্রমিক
পটলা	....	গুণ্ডা
ঘেণ্টা	....	ঐ
ললিতা	....	মতির বোন

এ ছাড়া আছে লোহার কারখানার ম্যানেজার, লেবার অফিসার, কনেস্টবল, কাগজ হকার।

মশাল

প্রথম দৃশ্য

[কোলকাতার নিকটে একটি শিল্পাঞ্চল। শ্রমিক বস্তির অদূরে একটি এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠচে। বস্তির আশেপাশে সাধারণ গেরস্ত লোকের বাড়িও আছে। হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি বাস। নিকটবর্তী এলাকার চাষীদের মধ্যে অনেকে কারখানায় কাজ করে। মতি এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিক। বস্তির পাশেই একখানি খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে সে একাই তাতে বাস করে। বয়েস সাতাশ আটাশ, অবিবাহিত, বাড়ি পূর্ববঙ্গে। দিনকয়েক আগে তার বিধবা বোন ললিতা লাঞ্ছিতা ও পুত্রহারা হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে তারই ঘরে।

সকাল বেলা। মতির ঘরের দাওয়ায় সামান্য দু'একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে। একপাশে গুটানো একটা লাল শালুর পতাকা ও কয়েকটা ছেঁড়া ফেস্টুন—লেখাগুলো বোঝা যায় না। মতির সহকর্মী শঙ্কর ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে।]

শঙ্কর। মতি, মতি!

[মতি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে]

কি! ব্যাপার কি বলো তো! ক'টা বাজে?

মতি। এই রে! ভুলেই গিয়েছিলাম ভাই।

শঙ্কর। কি রকম ভুল তোমার! এত বড় একটা জরুরী কাজ!

মতি। মাফ কর ভাই। সত্যি আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

শঙ্কর। এরকম ভুলো মন তো তোমাব ছিল না!

মতি। দত্ত এসেছিলো?

শঙ্কর। হ্যাঁ, এসেছিলো, তুমি বাদে সবাই এসেছিলো। তোমার জন্যে বসে বসে হয়রাণ হয়ে অবশেষে উঠে এলাম।

মতি। তোমরা তো ছিলে।

শঙ্কর। আমরা থাকলে তো হবে না! তুমি গিয়ে সব রিপোর্ট করবে…

মতি। এখনো সব বসে আছে নাকি?

শঙ্কর। কতক্ষণ আর থাকবে! সবারই তো কাজ আছে।

মতি। কি ঠিক হলো?

শঙ্কর। কিছুই নয়।

মতি। আলোচনাও হয়নি?

শঙ্কর। আলোচনাই হলো—কেউ কোন প্রোগ্রাম দিতে পারলো না।

মতি। ও!

শঙ্কর। কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে।

মতি। তাতো হবেই—কিন্তু কি করা যায় বলো তো! দাঙ্গার বিরুদ্ধে দুটো ইস্তাহার তো ছড়ানো হলো—খুব বেশি সাড়া মিললো কি?

শঙ্কর। তা বলে হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যাবে না….

মতি। তোমরা বলো কি করতে হবে?

শঙ্কর। দাঙ্গাবিরোধী কমিটীকে আরো জোরদার করে তুলতে হবে।

মতি। কি ভাবে জোরদার করে তুলবে ভাই—পাকিস্থান থেকে দিনের পর দিন যা-সব খবর আসচে—

শঙ্কর। তার বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে।

মতি। প্রচার! প্রচার করে কি সত্যকে চাপা দেওয়া যায়! ওখান থেকে হাজার হাজার লোক আসচে—এখান থেকে হাজার হাজার লোক যাচ্ছে—কার মুখ তুমি চাপা দেবে? আগুন দু'বাংলায়ই ছড়িয়ে পড়চে।

শঙ্কর। আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হবে তো!

মতি। হ্যাঁ হবে। বলো, তোমরাই বলো—কি পথ?

প্রথম দৃশ্য

শঙ্কর। তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না মতি!

[জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতি শঙ্করের দিকে তাকায়]

হ্যাঁ, সবাই যখন তোমার মুখের দিকে চেয়ে তখন তুমি জিগ্যেস কচ্ছ কোন্‌টা পথ!

[ললিতা এক বালতি জল নিয়ে বাইরে থেকে ভেতরে চলে যায়।]

মতি। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] ললিতার দিকে আমি চাইতে পারিনে ভাই। একটা মাত্র ছেলে ছিলো, তাও দাঙ্গায় হারিয়ে এসেচে! ওর ওপর যে কী অত্যাচার হয়েচে—সে আর বলবার নয়। একটি কথাও মুখে বলে না, কিন্তু ওর চোখে-মুখে এক বিরাট প্রশ্ন—সে প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনে।....ললিতা কাঁদলেও বাঁচতাম....না কাঁদে, না হাসে....

[মনোহরের প্রবেশ]

মনোহর। শুনেচো, শুনেচো মতি, কাজীপাড়ার হারামজাদারা কি করেচে শুনেচো?

মতি। শুনেচি। দু'চারটে বদমাস সবার মধ্যেই থাকে।

মনোহর। দু'চারটে! পাড়ার ভেতর দিয়ে সাইকেলে চড়ে আসছিলো—সে অবস্থায় লোকটাকে ছোরা মেরে দিল! তুমি বলচো দু'চারটে! হিন্দুস্থানে বসে এখনও যারা এসব করতে সাহস পায়....

শঙ্কর। আসল ব্যাপারটা জানো মনোহর?

মনোহর। জানি জানি, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করো না।

শঙ্কর। জানো! তবে এটাও তো জানো যে কর্তারা এখানে কতবার দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করেচেন।

মনোহর। সে তো জানি। ছেচল্লিশে কত চেষ্টা হলো....

শঙ্কর। তা যখন পারলো না—তখন আনলো বেহারী-বাঙ্গালী ঝগড়া....

মনোহর। সুবিধে হলো না। বজ্জাতি আমরা ধরে ফেললাম।

মতি। কিন্তু এবারকার বজ্জাতিটাই বা ধরতে পারচে' না কেন ?

মনোহর। মুসলমানদের তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তারা কি চায়।

শঙ্কর। মালিকরা কি চান বুঝতে পাচ্ছ তো ?

মনোহর। তা বোকারা তো তাদের আরো সুবিধে করে দিচ্ছে।

শঙ্কর। হ্যাঁ, দিচ্ছে। মালিকের ধাপ্পায় পড়ে কোন কোন মুসলমান ভুল কচ্ছে।

মনোহর। আরে না না, এখানে এখনো অনেকেই পাকিস্থানের স্বপ্ন দেখচে।

শঙ্কর। হয়তো দু'চারজন দেখচে। তারাই আজ মালিকেব হাতের পুতুল হয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনচে।

মনোহর। মুসলমানরা অত বোকা নয় হে, অতো বোকা নয়। সুযোগ পেলেই দেখবে তারা পশ্চিম বাংলাকে পাকিস্থান করে বসেচে।

শঙ্কর। এই ভূতের ভয়কে বড় করে তোলবার জন্যেই তো চটকলের সাহেব মুসলমানদের কিছু অস্ত্র দিয়েচে।

মনোহর। অস্ত্র দিয়েচে! কে বল্লে তোমায় ?

মতি। মিলের ভেতর যে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েচে সেটা তাদের রক্ষার জন্যে বলতে চাও ? তা নয় মনোহর। তাদের দিক থেকে দু'একটা গুলি এলেই তোমরা ক্ষেপে উঠবে আর....

মনোহর। ও! এই মতলব! হ্যাঁ, তা হতে পারে, খুবই হতে পারে। মিথ্যে বলোনি মতি। শালাদের পেটে পেটে এত বুদ্ধি! তাইতো বলি, মুসলমানদের জন্যে সাহেবের এত দরদ কেন! বস্তি থেকে একেবারে মিলের ভেতরে এনে ঠাঁই।—তা হ'লে ঐ ছোরামারা ব্যাপারটাও ঐ শালাদেরই কাণ্ড ?

শঙ্কর। তা নয় তো কি !

মনোহর। তাই····হবে। শালারা তো বদমাস কম নয় ! আচ্ছা যাই মতি। আমাদের পাড়া গরম। হবেই তো—আসল ব্যাপারটা তো কেউ জানে না।—শালার এতো শয়তানি—এতে কি কারো মাথা ঠিক থাকে····কারো মাথা ঠিক থাকে····

[বিড় বিড় করতে করতে প্রস্থান]

শঙ্কর। কাল তিন নম্বর লাইনে গিয়েছিলে ?

মতি। গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও বিষ ছড়িয়েচে।

শঙ্কর। তারা কি বললো ?

মতি। বললো, সাত নম্বরের মুসলমানরা সেদিন অতটা জঙ্গী হয়ে ভালো করেনি।

শঙ্কর। পড়ে পড়ে মার খেলে ভালো হতো !

মতি। তারাই জানে।

শঙ্কর। আরেকটু জোর প্রচার চালাতে হবে মতি।

মতি। তোমার আমার কথা শুনচে কে ! যুক্তির কথা বলতে যাও, তোমায় মারতে আসবে।

[নেপথ্যে]

শোভনলাল। ইসব হারামির কাম ইখানে চোলবে না।

হীরালাল। শালা খোট্টা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলচি—না হলে শালা তোদেরও দেখে নেব—

শোভনলাল। লেবে তো লেবে—ডরাই কিনা।

[মতি ও শঙ্কর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হীরালালকে টানতে টানতে শোভনলালের প্রবেশ]

যত্তো সোব হারামি—

হীরালাল। তবে রে বেটা—

শোভনলাল। হীরালাল, তাকৎ হামারও আছে। জোর দিখাবে তো এক ঘুষি মেরে তুমার—

মতি। শোভনলাল!

শোভনলাল। [বগল থেকে এক তাড়া হাণ্ডবিল মতির পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে] দেখো তো মোতি ভাই, কিসোব কারবার! সালা লোগোঁকো ইস্তাহার দেখো!

[শঙ্কর একখানি ইস্তাহার তুলে নিয়ে তাতে চোখ বুলিয়ে নেয়।]

শঙ্কর। হীরালাল, তোমরা না মজদুরের বন্ধু! এখানে এসব ইস্তাহার কেন?

হীরালাল। তোমরা মারবে?

মতি। [শোভনলালের হাত থেকে হীরালালকে ছাড়াবার চেষ্টা করে] ছেড়ে দাও ভাই।

শোভনলাল। না, ছাড়বে কি!....আগে-নাকে খোৎ দিবে যে ইমোন কাজ ও ফিন কোরবে না।

মতি। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। তুমি ছেড়ে দাও।

শোভনলাল। [হীরালালকে ছেড়ে দিয়ে] সালা বেইমান....দালাল কাহাকার....

মতি। [শোভনলালকে হাতের ইসারায় চুপ করতে বলে] হীরালাল, কেন এসব কচ্ছ। দাঙ্গা বাধলে মজদুরেরই যে রুটি মারা যাবে।

শোভনলাল। যাবে তো যাবে, ই সালার কি তাতে। দালালির টাকায় মজা লুটবে।

হীরালাল। [মেজাজের ওপর] তোমাদের আর কিছু বলবার আছে?

মতি। না।

হীরালাল। [গমনোদ্যত হয়ে] কাপুরুষের জাত! মা-বোনের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তাতেও টনক নড়চে না!

মতি। এখানে অত্যাচার করে তাদের রক্ষা করতে পারবে ?

হীরালাল। না, শয়তানদের কোল দিয়ে হৃদয় জয় করো।

শঙ্কর। বীরত্বটা গিয়ে পূর্ববঙ্গে দেখালেই হয় !

হীরালাল। বিশ্বাসঘাতকেরাই জন্মভূমিকে অনায়াসে ভুলে থাকতে পারে।

শঙ্কর। পরের কথায় যারা দেশকে ভাগ করে দেয় তারা দেশপ্রেমিক বই কি !

হীরালাল। নেতারা ভুল করেছিলেন।

মতি। তাহলে স্বীকার কচ্ছ ?

হীরালাল। হ্যাঁ, কচ্ছি। তাঁদের কথা আর আমরা শুনবো না।

শঙ্কর। বলো কি !

হীরালাল। হ্যাঁ, দুই বাংলাকে আবার আমরা এক করবো।

মতি। এখানকার মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ?

হীরালাল। না, পূর্ববঙ্গে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে।

শঙ্কর। কে চালাবে অভিযান ?

হীরালাল। ভারত সরকার।

শঙ্কর। কর্তারা রাজী আছেন ?

হীরালাল। রাজী কি আর এমনি হবেন—হবেন গুঁতোর চোটে। জনমতের চাপে সুরটা তো এরই মধ্যে অনেকটা বদলে গেছে।

মতি। কি রকম ?

হীরালাল। অন্য পন্থার অর্থ কি ?

শঙ্কর। যুদ্ধ ?

হীরালাল। নিশ্চয়ই।

শঙ্কর। আবার একটা ধাপ্পা।

হীরালাল। তোমরা চাও না, তাই ধাপ্পা !

শঙ্কর। আমরা চাই কি চাইনে সেকথা ছেড়ে দাও। আমাদের কর্তারা যুদ্ধ করতে পারেন না।

হীরালাল। কেন?

শঙ্কর। তাঁরা দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন।

হীরালাল। ধর্মের ভিত্তিতে নয়।

মতি। মুখে স্বীকার না করলেও কাজে তাই।

হীরালাল। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা হবে বলে তারা আশ্বাস দিয়েছিলো।

শঙ্কর। আশ্বাস আজও দিচ্ছে।

হীরালাল। মৌখিক। কাজে বিপরীত।

মতি। এইতো স্বাভাবিক। ছোরার ভয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে গুণ্ডার হাতে ছেড়ে দিলে যা হয় তাই হচ্ছে।

হীরালাল। তাদের উদ্ধার করা আজ আমাদের দায়িত্ব।

মতি। নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা উদ্ধার, না বিপদের মুখে আরো ঠেলে দেওয়া?

হীরালাল। বিপদ! নিরাপদে আছ কিনা তাই।....না না, সশস্ত্র অভিযানই পশুদের একমাত্র শিক্ষা। ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ফেণী, শ্রীহট্টে যা হয়েচে! যার ঘা তার ব্যথা....

মতি। হুঁ! আমার চেয়ে তোমারই বেশি ব্যথা হবার কথা হীরালাল! নিজের বিধবা বোন যার—

হীরালাল। তা হলেই বলো—

শঙ্কর। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সত্য! বহু হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করেচে মুসলমানেরাই।

শোভনলাল। হাঁ হাঁ, এরকম তো বহুৎ হইছে। হিন্দু আদমীকে রক্ষার জন্য মুসলমান জান্‌ভি দিছে।

হীরালাল। হুঁ! তোমার কাছে বেতারে খবর এসেচে।

শোভনলাল। মোতির বহিনকে বাঁচাইছে কে—মুসলমান না?

হীরালাল। তার ছেলেকে কেটেছে কে, মুসলমান না?....বাঙ্গালীর বুকের এই জ্বালা তোমরা বুঝবেনা ছাতুখোর।

শোভনলাল। মুখ সামলে কথা বোল হীরালাল।

হীরালাল। বটে!

মতি। আঘাত খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিও না হীরালাল।

হীরালাল। না, পাল্টা আঘাতেই দিতে হবে এর জবাব। মূর্খের ওষুধ লাঠি।

শঙ্কর। যারা অপরাধী তাদের মাথায় একবার কেন একশো বার তুমি লাঠি মারতে পারো—কিন্তু যারা নিরপরাধ....

হীরালাল। নিরপরাধ আজ আর কেউ নেই।

শঙ্কর। এখানকার মুসলমানরা তোমাদের কি করেচে?

হীরালাল। তারা পঞ্চম বাহিনী।

শঙ্কর। প্রমাণ?

হীরালাল। প্রমাণের কোন দরকার হয় না। প্রত্যেকটি মুসলমানই মনে মনে পাকিস্থানের সমর্থক।

মতি। পাকিস্থানে যারা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কচ্ছে তারাও কিন্তু এই একই যুক্তি দিয়ে থাকে।

হীরালাল। সেটা তাদের শয়তানি।

মতি। আমরাও যে শয়তানের ফাঁদেই পা দিচ্ছি।

হীরালাল। তোমাদের ওসব সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক এখন চলবেনা।

শঙ্কর। ছুঁচের মুখ সূক্ষ্ম থাকে বলেই ছেঁড়া কাপড় রিপু করা যায় হীরালাল।

হীরালাল। কিন্তু ভাঙ্গা মন জোড়া লাগে না।

শঙ্কর। যারা আমাদের মনকে বারবার ভেঙ্গে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও না কেন ?

হীরালাল। কাছের শত্রুকে আগে বিনাশ করে নিই।

শঙ্কর। পারবে না।

হীরালাল। কেন ?

মতি। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, বৃটেন আমেরিকা এসে তার পাশে দাঁড়াবে।

হীরালাল। তাদের বিরুদ্ধেও লড়বো।

মতি। বলো কি ! এতো মিতালি····তারপর লড়াই !

হীরালাল। তা—তা—আমাদের ঘরোযা ব্যাপারে তারা আসবেই বা কেন !

শঙ্কর। আশ্চর্য ! এটা কি নতুন কথা যে সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর সব দেশেই জনসাধারণকে দু'ভাগে ভাগ করে রাখতে চায় !

হীরালাল। স্বাধীন ভারত তা বরদাস্ত করবে না।

শঙ্কর। স্বাধীন ভারত ! হুঃ····! যাদের প্রয়োজনে দেশ দু'ভাগ হয়েছিল দাঙ্গাটাও যে তারাই···

হীরালাল। মাথা বটে !

শঙ্কর। তোমাদের মাথায় না ঢুকলেও কথাগুলো সত্যি। টাকার মূল্য কমবেশি হলো কাদের ইংগিতে, জানো ?

হীরালাল। জানি জানি, তোমার বুকনি আর বকোনা। দলের ইস্তাহার পড়ে তোতাপাখীর মতন তাই আওড়াচ্ছে !

শঙ্কর। বিকারের রোগী ওষুধ গেলে না জানি।

হীরালাল। থাক, আর গেলাতে হবে না····ভণ্ডের দল !

শোভনলাল। জোর করি দাওয়াই খিলাইব,—হাঃ হাঃ হাঃ ! [উচ্চহাসি]

হীরালাল। জোর! লোটা নিয়ে পালাবার পথ পাবে না।

[প্রস্থানোদ্যত হয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায়।]

মতি, ভালোর জন্যে বলচি দেশদ্রোহিতা করো না। দেশের লোক আজ যুদ্ধ চায়—

শঙ্কর। মিথ্যে কথা।

শোভনলাল। হাঁ হাঁ, জরুর চায়—কালোবাজারী, জমিদার, মুনাফাখোর—ইরা সোব লড়াই চায়। কিমন মজা হোবে হীরালাল—সালা হামরা মজদুর লোগ, গরীব লোগ ভুখসে মোরবে—আর সালা লোগ সব মুনাফা লুটবে, আমিরী কোরবে!....ও সব হোবে না হীরালাল—গত লড়াইয়ে কত্তো গরীব আদমী মোরেচে, হামরা দেখেচে। ও দাঙ্গা লড়াই হামরা একদম খতম কোরবে।

[ললিতার প্রবেশ]

হীরালাল। ওঃ! ব্যাটার কথা শোন না—দুনিয়ার মালিক হয়ে বসেচেন!

শোভনলাল। হুঁ হুঁ....মালিক তো আজ হামরাই। সালা দেখতে পাও না সারা দুনিয়াকা ক্যায়সা হালচাল!

হীরালাল। শালা খোট্টা, তুমি দেখতে পাচ্ছো না পাকিস্থানের ক্যায়সা হালচাল?

শোভনলাল। মুখ সামলে কথা বোল হীরালাল—

হীরালাল। ওঃ! শালার ভয়ে গর্তে লুকোতে হবে!

শোভনলাল। সালা দুষমন, তুমার জব্বর মুখ হইচে। গেল ধর্মঘটের সময় বেইমানি কল্লি—মালিকের দালাল হোলি, সেকথা ভুলে গেছি? সালা চোর, চোরকা মাফিক চলবি।· দাঙ্গার গন্ধ পেইয়ে সালা কোলা বেংকা মাফিক লাফাইতে সুরু কোরচে....

লাফাইতে সুরু কোরচে····! এই সালা····এই বস্তীর এক মুসলমানের যদি কিছু হয়, তোবে বুঝলি····

হীরালাল। ওঃ! আমার পীরিত রে! মিয়া ভাইদের বড় কুটুম দেখচি!

মতি। [ধমক দিয়ে] হীরালাল!

হীরালাল। তোমরা নির্লজ্জ, বেহায়া····আত্মপ্রতারণারও একটা সীমা থাকা উচিত মতি। নিজের বোনের দিকে চেয়ে দেখো—তোমার বিধবা বোন····! তার একমাত্র শিশু—

মতি। চুপ করো হীরালাল।

হীরালাল। চুপ করবো! তোমাদের রক্ত কি জল হয়ে গেছে! এক সীতাহরণে লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল—এক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল—আজ শতসহস্র সীতা কাঁদছে, লক্ষ লক্ষ দ্রৌপদী আর্তনাদ কচ্ছে। তোমরা অন্ধ—তোমরা বধির····তোমরা ভীরু—তোমরা কাপুরুষ—তাই তোমাদের রক্তে কোন চাঞ্চল্য নেই—কিন্তু বাংলার বীর্য আজো শেষ হয়ে যায়নি—বাংলার বিপ্লবী শক্তি আজো লুপ্ত হয়নি—বাংলার যুবসমাজ আজ জেগেচে—উঠেচে—চিনেচে তারা আপন জন—দেখেচে তারা মুক্তির পথ····

মতি। না ধ্বংসের পথ।

হীরালাল। হ্যাঁ, তোমাদের ধ্বংসের পথ। এই ধর্মযুদ্ধে যারা এগিয়ে আসবে না তারা দেশের শত্রু, দশের শত্রু।

মতি। থাক, আর গলাবাজী করতে হবে না।

হীরালাল। ভণ্ডামি, ভণ্ডামি, তোমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলো····ভণ্ডামি। এ দু'জাতের কোনদিন মিলন হয়নি····হবে না····

মতি। বেশ হবে না····তুমি যাও।

হীরালাল। নিজের বোনকে মুসলমানেরা টেনে নিয়েচে....

মতি। [ক্রুদ্ধ হয়ে] হীরালাল!

হীরালাল। তাতেও তোমার লজ্জা হয় না। আমার বোনের যদি এ অবস্থা করতো, আমি তাদের দশটা মেয়েকে টেনে এনে....

মতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তুমি পারো আমি জানি। তুমি এখান থেকে যাও।

হীরালাল। যারা আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত রাখে না তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রাখবো আমরা! তাদের বেইজ্জত করবো তবে ছাড়বো....

[বিরক্ত হয়ে ললিতা চলে যায়]

মতি। [দৃঢ় কণ্ঠে] তোমাদের মতো লোক মা-বোনদের ইজ্জত কোনদিনই রাখে না।....তুমি যাও।

হীরালাল। [শ্লেষের সুরে] দশদিন বাদে বোনকে ফিরিয়ে দিয়েচে—এক ভাগ্যে হারিয়েচ—আরেক ভাগ্যে পাবে....

মতি। [হীরালালকে চপেটাঘাত করে] শালা, ভাগাড়ের শকুন।

হীরালাল। তবে রে....

শোভনলাল। [হীরালালের নাকের কাছে ঘুষি বাগিয়ে] সালা, এক ঘুষিতে সাবাড় কোরে দিব।

হীরালাল। [চীৎকার করতে থাকে] আমায় মেরে ফেল্ল রে, কে কোথায় আছ বাঁচাও—আমি মরে গেলাম রে....

[ললিতার প্রবেশ]

শোভনলাল। চিল্লাও মৎ।

শঙ্কর। শোভনলাল ছেড়ে দাও।

[শোভনলাল ছেড়ে দেয়। হীরালাল উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়তে থাকে। রামকান্ত ও একজন কনেস্টবল প্রবেশ করে। রামকান্তের কুৎসিত দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হয়ে ললিতা ভেতরে চলে যায়।]

কনেস্টবল। ক্যা হুয়া ?

হীরালাল। [কান্নার সুরে] সিপাইজী, এরা গলা টিপে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা কচ্ছিলো।

শোভনলাল। সালা, তবে চিল্লাইতেছিলি কি কোরে !

কনেস্টবল। [ধমক দিয়ে] চোপ রও। [মতিকে] তুমি বোলো কি হইচে ?

মতি। হীরালাল এখানে দাঙ্গা বাধাবার জন্যে ইস্তাহার ছড়াচ্ছিলো....

কনেস্টবল। তুমি ছড়াইচ ?

হীরালাল। দাঙ্গা বাধাবার জন্যে নয়—পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্যে হিন্দুদের কাছে আবেদন।

কনেস্টবল। হুঁ ! [মতিকে] তাতে খারাপ কি আছে ?

হীরালাল। খারাপ ! সমস্ত ভালো কথাই এখন এদের কাছে খারাপ। আপনি দেখুন না একটা পড়ে, কি খারাপ কথাটা আছে এর মধ্যে !

[একটা হ্যাণ্ডবিল এগিয়ে দেয়। কনেস্টবল সেটা নিয়ে একবার এপিঠ ওপিঠ করে দেখে। তারপর পকেটে রেখে দেয়। হীরালালের সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা হয়ে যায়।]

কনেস্টবল। আচ্ছা আচ্ছা, থানার বড়বাবুকে ইটা দিব। খারাপ কথাউথা কুছ থাকে তো বড়বাবু সিটা দেখবেন। [মতি, শোভনলাল প্রভৃতিকে] মারামারি করা ভালো না। আর এই ইস্তাহার তো বে-আইনী না আছে ! [হীরালালকে] আরে ভাই, দাঙ্গাউঙ্গা কেন ? সরকারকো ওপর ভরসা রাখো—সব ঠিক হো যায়েগা।

হীরালাল। ইঁটপাথরের ওপর ঘা পড়লে তাও তেতে ওঠে—আমরা তো মানুষ....

কনেস্টবল। হঁ হঁ ! কি আর বোলবে....পাকিস্থানমে যা হোতেছে।

দিমাক খারাপ হোইয়ে যায়। [হীরালালকে] যাও যাও ভাই, ঝামেলা মৎ করো!

[হীরালাল প্রস্থানোদ্যত হয়। কনেস্টবল মতি ও শোভনলালকে বলে।]

হিন্দুস্থানকো হিন্দু লোগ সব এক হোনা চাহিয়ে। ভাই ভাই ঝগড়া কোরে কুছ ফায়দা আছে! রামকান্ত বাবু, আপনি সমঝাইয়ে দিবেন এই মহল্লায় কোন্ আদমী গোলমাল না করে।

রামকান্ত। গোলমাল! না না এখানে গোলমাল করবে কে?—যাও যাও।

[হীরালালকে নিয়ে প্রস্থান]

কনেস্টবল। হে হে হেঃ! দাঙ্গা উঙ্গা ইখানে চলবে না।

[হাসতে হাসতে কনেস্টবলের প্রস্থান]

শোভনলাল। দেখলে, দেখলে সালার কারবার! সেদিন দাঙ্গা-বিরোধী ইস্তাহার পেইয়ে হামাদের গণশাকে দিলো ফাটকে—আর সালা হীরালালকে কুছ বল্ল না!

মতি। এতো জানা কথা।

শোভনলাল। আর ই সালা রামকান্ত—যেখানে পুলিশ সিখানে ও। সালা বড় বদমাস আছে।

শঙ্কর। হুঁ! ওর দলের লোক আজকাল প্রকাশ্যেই স্টেনগান নিয়ে ঘোরে।

শোভনলাল। ই সালাদের ঠাণ্ডা না কোল্লে চোলবে না মোতি।

[ব্যগ্রভাবে জয়নালকে নিয়ে জালালের প্রবেশ]

হা রে, জালাল ভাই! জয়নাল তুম ভি আয়া! [জালালকে] ক্যা সমাচার ভাই!

জালাল। আর ভাই সমাচার! ওদিকে সব খতম হয়ে গেল।

শোভনলাল। ক্যাঁও?

মতি। ব্যাপার কি ?

জালাল। মিঠেপুকুর সাফ। গরুবাছুর সব কেড়ে নিয়েছে—কারো গোলায় এক দানা ধান রাখেনি—কাচ্চাবাচ্চারা খেতে বসেছিল—মাটিতে ভাত ফেলে দিয়ে থালাবাসন নিয়ে গেছে।

মতি। বর্বর !

শঙ্কর। মারপিটও আরম্ভ হয়েচে বুঝি ?

জালাল। দরকার হয়নি। প্রাণভয়ে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে স্টেশনে। সেখানেও নিস্তার নেই। শুনচি, একদল জোঁট পাকাচ্ছে তাদের সাবাড় করবার জন্য।

শোভনলাল। টিসেন মে !

শঙ্কর। পুলিশ আছে তো !

জালাল। হ্যাঁ, আছে, সবই আছে।....ভাই মতি, জয়নালকে তোমার এখানে রেখে যাচ্ছি....

মতি। তুমি ?

জালাল। যাবো স্টেশনে। কাল রাতে আমাদের ব্যারাকের সমস্ত জেনানা ও কাচ্চাবাচ্চাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে বাইরে। কেউ আর রাখতে ভরসা পায়নি....

[ললিতার প্রবেশ]

শঙ্কর। এ অবস্থায় ওকে রাখলে কেন ?

জালাল। কি করি ! আমায় ছেড়ে তো ও একদিনও কোথাও থাকতে পারে না। এই মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে যে আমি কি মুশকিলেই পড়েচি ! দেখি কালনায় আমার ছোট বোন রোশেনারার কাছেই ওকে রেখে আসবো—কিন্তু শুনচি সেখানেও গোলমাল।

মতি। পথেও বিপদ আছে।

জালাল। তা তো আছেই। যাক, সে পরে দেখা যাবে। তোমরা ওকে একটু দেখো। আমি স্টেশন থেকে একবার দেখে আসি লোকগুলোর অবস্থা।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

মতি। [একটু ইতস্তত করার পর] গতিক ভালো নয়। জালালকে একা ছেড়ে দেওয়া ভালো হলো না। শোভনলাল, শঙ্কর, চলো আমরাও যাই স্টেশনে। লোকগুলোকে অন্তত গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি তো। [ঘরে ঢুকে একটা ফোতুয়া গায়ে দিতে দিতে বেরোয়] ললিতা, ছেলেটাকে তুই একটু দেখিস। [শোভনলাল ও শঙ্করকে] আচ্ছা, চলো।

[মতি ললিতার দিকে ফিরে চেয়ে দেখে সে অপলক দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে চেয়ে আছে]

না না, বাইরেই তুই ওকে নিয়ে একটু খেলা কর।

[মতি, শোভনলাল ও শঙ্করের প্রস্থান। জয়নাল ললিতার দিকে চেয়ে থাকে ললিতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলে। মাতাল অবস্থায় রামকান্তের প্রবেশ।]

রামকান্ত। [নেপথ্যে] মতি, বাড়ি আছ মতি!

[প্রবেশ। রামকান্তকে দেখে ললিতা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়।]

রামকান্ত। মতি কৈ? নেই বুঝি? ও তুমি....মতির বোন। ভয় কি....ঠিক আছে, ঠিক আছে।....ওটা কে? জালালের বেটা না? ওটা এখানে কেন? শালা কেউটের বাচ্চা....

[বিকট ভঙ্গী করে এগিয়ে যায়। জয়নাল ভয় পেয়ে ললিতাকে জড়িয়ে ধরে ললিতা মোহাবিষ্টের ন্যায় তাকে কোলে তুলে নিয়ে দ্রুতপদে ভেতরে চলে যায়]

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! শালা কেউটের বাচ্চা....আ....চ্....চ্ছা!!

[টলতে টলতে প্রস্থান।]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কারখানায় ম্যানেজারের অফিস ঘর। ম্যানেজার ও লেবার অফিসার চেয়ারে বসে আছে। জালাল দাঁড়িয়ে।]

ম্যানেজার। তোমরা একটু অপেক্ষা করলেই পারতে।

জালাল। গোড়ায় তো আমরা কিছু বলিনি।

লেবার অফিসার। পাঁচ পাঁচটা লোক ঘায়েল হয়ে গেল !

জালাল। উপায় ছিল না। তা না হলে তারা আমাদের বস্তিতে আগুন লাগাতো।

ম্যানেজার। এবার যে আরও আগুন জ্বলবে।

লেবার অফিসার। এখন কাকে থামাবেন বলুন !

ম্যানেজার। পুলিশ আসা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

জালাল। পুলিশ তো এলো আধ ঘণ্টা বাদে। ততক্ষণ আমরা চুপ করে বসে থাকলে গুণ্ডারা আমাদের আস্ত রাখতো নাকি !

লেবার অফিসার। ত্মাখো, ঐ গুণ্ডাফুণ্ডা কথাগুলো ছেড়ে দাও। দিনকাল ভালো নয়, কখন কি হয়ে যাবে বলা যায় না।

ম্যানেজার। সেদিন সাত নম্বর লাইনের মুসলমানেরা করলো গোলমাল, আবার কাল রাত্রে তোমরা ক'রে বসলে এক কাণ্ড। চারদিক একেবারে আগুন হয়ে আছে।

জালাল। তাতে আরো ঘী ঢালা হচ্ছে। নেভাবার চেষ্টা তো আর কেউ কচ্ছে না।

লেবার অফিসার। এখানকার থানা অফিসার তো খুব খাটচেন।

জালাল। হুঁ ! কাজ অনেক বেড়ে গেছে। পুরোনো খাতাপত্তর সব ঝেড়ে দেখচেন কেউ বাদ পড়লো কিনা।

লেবার অফিসার। তা গুণ্ডাদের সায়েস্তা না করলে চলবে কেন?

জালাল। আলবৎ। কাল রাত্রেই আমাদের লাইন থেকে সাতজনকে গুণ্ডা আইনে চালান দেওয়া হয়েচে।

ম্যানেজার। তাদের কাছে তো অস্ত্র পাওয়া গেছে।

জালাল। গুণ্ডাদের কাছ থেকেই তারা সেগুলো কেড়ে নিয়েছিল।

লেবার অফিসার। প্রমাণ?

জালাল। প্রমাণ! না, প্রমাণ কিছুই নেই। ব্যাপারটা অন্ধকারে ঘটেছিল কিনা। কিন্তু কলিম আর সাতকড়ি তো ধরা পড়লো রাস্তায়। তাদের কাছে একটা চাবিকাঠিও পাওয়া যায়নি।

ম্যানেজার। অতো রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা ফিসফাসই বা কচ্ছিলো কেন?

জালাল। হয়তো আমাদের বাঁচাবার জন্মে ষড়যন্ত্র কচ্ছিলো।

ম্যানেজার। [উষ্মায়] হুঁ!....কি দরকার ছিলো তোমাদের আবার একটা দাঙ্গা বিরোধী কমিটী করবার? তাতেই তো পুলিশ আরো চটে গেছে।

জালাল। কবেই বা তাঁরা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন!

লেবার অফিসার। আচ্ছা....তোমরা যে বড় লাফালাফি করো, পুলিশের সাহায্য না পেলে তোমাদের এখানে বাঁচবার উপায় আছে?

জালাল। [বিদ্রূপ করে] হ্যাঁ, তারাই তো আজ আমাদের মালেক। যা চেয়েছিলো তাই হয়েচে।

ম্যানেজার। স্বাধীন দেশের পুলিশ তো আর জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

জালাল। [সশ্লেষ] কি করে যাবে—তারা হলো জনসাধারণের খিদমদগার!

ম্যানেজার। পাকিস্থানের পুলিশের চাইতে অনেক ভালো—অন্তত মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে না।

জালাল। গুলি করে।

ম্যানেজার। সে রাজনৈতিক কারণে।

জালাল। পাকিস্থানের ঘটনাগুলো কি অরাজনৈতিক?

লেবার অফিসার। তোমাদের মুরুব্বীরা তো তা স্বীকার করেন না।

জালাল। স্বীকার কেউ করেননি। নিজেদের প্রয়োজনে দু'পক্ষই গোড়ার দিকে বাগেরহাটের আসল ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলেন।

ম্যানেজার। বেছে বেছে হিন্দুদেরই ওপর অত্যাচার হলো কেন?

জালাল। যাতে ভাতকাপড়ের লড়াই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। যাক, আমায় ডেকেছিলেন কেন?

ম্যানেজার। তোমরা যাচ্ছ ক'টার গাড়ীতে?

জালাল। কেন, বলুন তো!

ম্যানেজার। না, চারদিকে নানারকম লোক আছে তো। ভাবছিলাম তোমাদের সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়াই ভালো।

জালাল। ও! প্রয়োজন হলে জানাবো।

ম্যানেজার। আপাততঃ পাকিস্থানে গিয়ে থাকো। তারপর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আবার আসবে।

জালাল। সে ব্যবস্থা তো রাখেননি। সবাইকে তো বরখাস্তের নোটিশ দিয়েচেন।

ম্যানেজার। আরে সে দিতে হয় বলে দিয়েচি। না হলে তোমাদের পাওনা সমস্ত চুকিয়ে দিই কি করে! তোমরা পুরোনো লোক, ফিরে এলে তোমাদের নেবো বই কি!

জালাল। সে-ভাবে নোটিশটা দিলেই হতো।

ম্যানেজার। তা হলে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাটা পাও কি করে?

জালাল। পেয়েই বা কি হবে!

ম্যানেজার। তবু তো। যাই পাও, দিন কয়েক তো চলবে। তোমাদের পেমেণ্টের অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েচি। কোন গোলমাল হবে না।

জালাল। যারা যেতে চায় তারা নেবে।

ম্যানেজার। যেতে চায় মানে!

জালাল। সবার জাহান্নমে যাবার ইচ্ছে নেই।

লেবার অফিসার। পাকিস্থান তো তোমাদের কাছে স্বর্গ!

জালাল। হ্যাঁ, পাকিস্থানের লোকের কাছে তার জন্মভূমি বেহেশ্ত্‌…· কিন্তু এই গঙ্গার পশ্চিম পারে আমার সাত-পুরুষের বাস। আমি…· খালি আমি কেন, আমার মতো এই কারখানার আরো অনেক মজদুরই চায় না পশ্চিম বাংলা ছেড়ে পাকিস্থানে গিয়ে ভিখিরি হতে।

ম্যানেজার। মেয়েছেলেদের যে বড় পাঠিয়ে দেওয়া হলো!

জালাল। প্রাণভয়ে নয়, ইজ্জতহানির ভয়ে। মরণের ভয় সবাই করে না…· এখানে আমরা থাকবো।

ম্যানেজার। মালিক চান না এখানে তোমরা এ অবস্থায় থাকো। থাকলেই গোলমাল আরো বেড়ে যাবে।

জালাল। তাই তিনি নিষ্কণ্টক হতে চান?

লেবার অফিসার। ভালো বললেও তোমরা মন্দ বোঝ!

জালাল। আমাদের ভালোমন্দ আমাদেরই বুঝতে দিন না।

ম্যানেজার। বেশ বোঝ! কিন্তু কিছু হলে পরে কিন্তু আমাদের দোষ দিতে পারবে না।

জালাল। দোষ দেবার অবকাশই হয়তো পাবো না।

ম্যানেজার। তোমরা এখানে থেকে আমাদের আরো বিপদ বাড়াবে…· তাতো হয় না।

জালাল। বেশ, জোর করেই তাড়াবেন।

[প্রস্থান]

ম্যানেজার। ব্যাটাদের এখনো কিরকম মেজাজ দেখুন না !

লেবার অফিসার। [ইতস্তত করে] মিঃ দাস, একটা কথা বলবো ?

ম্যানেজার। বলুন।

লেবার অফিসার। মুসলমানদের মধ্যে তো ভালো ভালো ওয়ার্কার রয়েচে, সবাইকে একসঙ্গে তাড়ালে....

ম্যানেজার। উপায় নেই। পাকিস্থানের ওপর চাপ দিতেই হবে। জেদ....টাকার দাম কমানো হবে না !....পাট বন্ধ করা....বুঝবে এবার মজা !

লেবার অফিসার। জুট মিলের জন্যে লোহার কারখানাটা....

ম্যানেজার। [ধমক দিয়ে] মিঃ মুখার্জি, আপনি এই সহজ কথাটা বুঝতে পাচ্ছেন না যে, পাট না এলে আমাদের লোহা স্ক্র্যাপ আয়রন হয়ে পড়ে থাকবে ! সেদিন মিলওনার্স এসোসিয়েসনে মিঃ জনসন যে বক্তৃতা করেচেন সেটা ভালো করে পড়ে দেখবেন।

[মনোহর ও হীরালালের প্রবেশ]

ম্যানেজার। [হীরালাল ও মনোহরের দিকে তাকিয়ে] ও ! কি খবর ?

হীরালাল। মনোহরের তো আপনাদের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ।

ম্যানেজার। অভিযোগ ! আমাদের বিরুদ্ধে ?

লেবার অফিসার। এটা আর নতুন কথা কি ! আপনাদের বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগ থাকবে না তো থাকবে কার বিরুদ্ধে !

মনোহর। না সার, অভিযোগ ঠিক নয়। আমি বলছিলাম........এই ....ধরুন....ইয়ে....

ম্যানেজার। খুলে বলো না।

লেবার অফিসার। অভয় না পেলে....

ম্যানেজার। না না, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি খুলে বলো।

মনোহর। বলছিলাম—যারা অনেক দিন থেকে এখানে আছে....

ম্যানেজার। বেশ তো আছে—তাতে হলো কি !

মনোহর। না, বলছিলাম....তারা যদি শান্তিতে থাকতে চায়... থাকনা ....ক্ষতি কি !

ম্যানেজার। ও ! মুসলমানদের কথা বলচো ?

মনোহর। আজ্ঞে হ্যাঁ। সবাই তো আর খারাপ নয়।

লেবার অফিসার। আজ সকালে কাজীপাড়ায় ছোরামারার ব্যাপারটা বুঝি জানো না ?

হীরালাল। জানে। রাস্তায় আমায় সেই কথাই বোঝাচ্ছিলো যে আপনারাই নাকি এর পেছনে রয়েচেন।

মনোহর। [অপ্রস্তুত হয়ে] আপনাদের কথা আমি বলিনি সার—আমি বলছিলাম চটকলের সাহেবের কথা।

হীরালাল। তুমি বলোনি যে চটকলের সাহেবের সঙ্গে আমাদের ম্যানেজার সাহেবও রয়েচেন ?

[মনোহর নতমুখ। ম্যানেজার তার দিকে কটমট করে তাকায়।]

লেবার অফিসার। এতবড় ষড়যন্ত্রটা তুমি ধরে ফেল্লে মনোহর ! তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় !

ম্যানেজার। হুঁ !

মনোহর। মতি, শঙ্কর....ওরা তো আমায় সে কথাই বলল !

ম্যানেজার। কে কে....মতি, শঙ্কর ?

[মনোহর মাথা নেড়ে সায় দেয়]

ও ! আশ্চর্য ! এতদিন একসঙ্গে কাজ করেও তুমি তাদের চিনলে না !

লেবার অফিসার। কি করে চিনবে! ওরা সরল লোক, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে। তারা যে পাকিস্থানের চর, আমরাই কি তা সহজে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম!

মনোহর। চর!

লেবার অফিসার। [বাঁকা চোখে একবার দেখে নেয় ওষুধে ধরেচে] বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না, না? আচ্ছা মনোহর, তুমি তো আজকের লোক নও, অনেকদিন ধরে এ কারখানায় কাজ কচ্ছ। অভিজ্ঞতাও তোমার যথেষ্ট হয়েচে। [মনোহর একটু খুশি হয়] এই মতি, শঙ্কর···· এরা তোমাদের কতবার বিপদে ফেলেচে? মালিক যেখানে তোমাদের দাবী আপোষে মেনে নিতে চেয়েচেন, সেখানে ওরা গোঁয়ার্তুমি করে তোমাদের ধর্মঘটের মুখে ঠেলে দিয়েচে। লাভ হয়নি কিছুই····বরঞ্চ তোমাদের লোকসানই হয়েচে। কি, হয়নি? বলো?

মনোহর। তা····বলতে গেলে····

লেবার অফিসার। হয়েচে, কেমন হয়েচে?····অবশ্যি তার জন্যে তোমরা দায়ী নও। তোমাদের যা বুঝিয়েচে তাই তোমরা বুঝেচ। সে নাহয় তোমাদের দাবীদাওয়ার ব্যাপার ছিল, মালিক তোমাদের ক্ষমা করেচেন। কিন্তু এবার যে ভুল করতে চলেচ এ তো মারাত্মক! জাতির ভাগ্য নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে যদি শত্রুর চরের কথাই বিশ্বাস করো, তবে তো আমাদের ভবিষ্যৎ দেখচি বড অন্ধকার!

ম্যানেজার। কি ক'রে তোমরা ভুলে যাও যে, মুসলিম লীগ যখন পাকিস্থান দাবী করেছিলো তখন মতি শঙ্কর এরাই ছিল তাদের বড় সমর্থক!

মনোহর। দেশভাগের নিন্দা তো তারাও করে স্যার।

লেবার অফিসার। ঐ-ঐ-ঐটাই তো ফাঁদ। এসব কথা না বললে তোমাদের দলে টেনে রাখবে কি করে!

ম্যানেজার। হ্যাঁ, দেশভাগ তারা চায় না—তবে সারা দেশটাই মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে চায়।

লেবার অফিসার। আনসার বাহিনী যে সীমান্তে এসে পড়েচে, তুমি জানো মনোহর?

মনোহর। শুনি তো নানা লোকের মুখে নানা কথা।

হীরালাল। শোনাশুনি আর নয়। এবার ঘাড়ে এসে পড়লে টের পাবে।

লেবার অফিসার। মতি, শঙ্কর ওরা আছে তারই অপেক্ষায়। একবার এসে পড়লেই ওরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তার আগে ভেতরে থেকে নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করবে—যানবাহন বন্ধ করবার চেষ্টা পাবে....অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবে....

মনোহর। বলেন কি!

লেবার অফিসার। হ্যাঁ! সেজন্যেই আত্মরক্ষার নামে মুসলমানদের ওরাই অস্ত্র যোগাচ্ছে। কিছু বদমাস সাহেবও আছে এর পেছনে। আমাদের এই স্বাধীনতা তো তাদের সবার ভালো লাগচে না!....

মনোহর। ও! তাই। কি কুচক্করে লোক রে বাবা! আপনি বললেন তাই ভালো। ওরা তো আমায় উল্টো বুঝিয়েছিলো। বাবা! একেই বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ! আমি আর ওদের ত্রিসীমানায়ও যাচ্ছিনে।

লেবার অফিসার। না না যাবে, ওদের সঙ্গে মিশবে। ওরা কি করে, কি বলে দেখবে শুনবে, এসে বলবে। দূরে থাকলে তো ওরা তোমায় আরো সন্দেহ করবে হে।

মনোহর। [চিন্তিত ভাবে]....কিন্তু....

হীরালাল। ভয় নেই ভয় নেই মনোহর, বাবুরা তোমার পেছনে রয়েচেন, ভয় কি ?

মনোহর। [জোর করে সাহস দেখাবার চেষ্টা করে] না না, ভয় কি, ভয় কি, মনোহর কাউকে ভয় করে না....মনোহর কাউকে ভয় করে না ...

[বোকার মত প্রস্থান]

ম্যানেজার। মতি, শঙ্কর, এরা তো বড় বদমাইসী আরম্ভ করল দেখচি ! তারপর হীরালাল, চূণীবাবুর কাছে গিয়েছিলে ?

হীরালাল। হ্যাঁ।

ম্যানেজার। তিনি রাজী ?

হীরালাল। একরকম। তিনি বললেন,....প্রকাশ্যে আমাদের যোগ দেওয়া সম্ভব নয়—তোমরা যা করার করবে, আমাদের দিক থেকে কোন বাধা পাবে না।

লেবার অফিসার। তা হলেই যথেষ্ট। মজুরদের একটা অংশের ওপর তো ওঁদের খানিকটা প্রভাব আছে।

হীরালাল। কাস্টিংএর লোকগুলোকেই কোন ভাবে বাগে আনতে পারা যাচ্ছে না।

ম্যানেজার। মেশিনঘরেও তো লালঝাণ্ডার কিছু লোক আছে ?

লেবার অফিসার। তারা স্ট্রাইক করলেও বাকী লোক দিয়ে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

ম্যানেজার। ফারনেস ?

হীরালাল। সাতকড়ি আর কলিম তো কাল গ্রেপ্তার হয়েচে ! আমাদের ইউনিয়নের লোক সেখানে জোর প্রচার চালিয়েছে। আজ একটা খবরে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েচে সার।

লেবার অফিসার। কি রকম ?

হীরালাল। বরিশাল এক্সপ্রেসের একটা কামরায় ভাঙ্গা শাখা, বাচ্চা ছেলেদের কাটা হাত-পা এবং রক্ত মাখানো কতগুলো কাপড়চোপড় পাওয়া গেছে।

ম্যানেজার। সত্যি!

লেবার অফিসার। তুমি দেখে এলে নাকি?

হীরালাল। না, যারা দেখেচে তারাই বলল।

লেবার অফিসার। পাকিস্থানীরা সে অবস্থায় গাড়ী ছেড়ে দেবে কেন?

হীরালাল। সব কি আর চেপে রাখতে পাচ্ছে সার! অসাবধানে দু'একটা এসে যাচ্ছে। আর সত্যি মিথ্যে যাই হোক, ফারনেসের লোকেরা যখন আমার মুখ থেকে এ খবরটা পেলো—তারা যেন ক্ষেপে উঠলো।

ম্যানেজার। সাতকড়ির দলের লোক তো সেখানে আরো আছে।

হীরালাল। হাওয়া উল্টে গেছে সার; মুখ খোলবার মতো সাহস আর তাদের নেই।

ম্যানেজার। [স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে] একটা শিফ্ট্ এবার কমিয়ে দেওয়া যাবে।

হীরালাল। তা····

ম্যানেজার। বজ্জাতের দল। শিফ্ট্ কমাতে গেলে ঘেরাও করতে আসে! লোকের দরকার নেই····তবু লোক রাখতেই হবে! ছাঁটাইর কথা শুনলেই চোখ রাঙায়! এবার তো এক কথায় সাড়ে সাতশো, ····ঠেকাও!—একটা হারামজাদকেও এবার রাখা হবে না।

হীরালাল। এই সুযোগ যদি হারান সার, আর কোনদিন হবে না।

লেবার অফিসার। দাঙ্গাবিরোধী কমিটী করে আবার জোট বাঁধবার চেষ্টায় আছে!

হীরালাল। এটাকে যদি ভেঙ্গে না দিতে পারেন সার, তবে লালঝাণ্ডার মুখে আর দাঁড়াতে হবে না।

ম্যানেজার। মুসলমানেরা তো চলে যাবেই। কিন্তু তাদের যারা দোসর তারা যে আবার ধর্ম্মঘট করবার মতলবে আছে। জালাল তো সেই ভরসায়ই খুব মেজাজের ওপর কথা বলে গেল।

হীরালাল। সেজন্যে আপনি ভাববেন না সার। [দু'হাতে ভাঙ্গনের ভঙ্গী করে] ভেতরে, ভেতরে....

ম্যানেজার। একটা সভা করবার তালে আছে ওরা।

হীরালাল। নিশ্চিন্ত থাকুন সার, সভা এখানে হবে না। অন্য কোন দলকেই এখানে সভা করতে দেবো না।

[রামকান্ত আপন মনে বলতে বলতে ঢোকে।]

রামকান্ত। বাবা চালাকী! হিন্দু সেজে ট্রেণে যাওয়া! শালা নেড়ের বাচ্চাদের প্যাঁজের গন্ধ যাবে কোথা!

[একটা চেয়ারে বসে পড়ে]

ম্যানেজার। কি হলো রামকান্তবাবু?

রামকান্ত। আর হবে কি মশায়! চারটে যাচ্ছিলো হিঁদু সেজে গাড়ীতে। মাগীগুলোর আবার মাথায় সিঁদুর!

লেবার অফিসার। কোন্ ট্রেণে।

রামকান্ত। এই....একটা লোকালে। টেনে নামালুম। ব্যস, আর যায় কোথা! পায়ে পড়ে কান্নাকাটি....কান্নায় কি আর আমরা ভুলি!

ম্যানেজার। তারপর?

রামকান্ত। তারপর আবার কি!....তারপর....

[হাত দিয়ে দেখায় তাদের কেটে ফেলা হয়েচে]

ম্যানেজার। মেয়েছেলেদেরও?

রামকান্ত। না, সে কটাকে নিয়ে গেল ছেলেছোকরারা। দেখতে নেহাৎ খারাপ নয়।....মাল খাই বটে....তবে মশায় মেয়েমানুষে আমার লোভ নেই। আর এতো মুসলমান....ছ্যাঃ!

লেবার অফিসার। কাচ্চাবাচ্চাও ছিল নাকি?

রামকান্ত। হ্যাঁ, ছিল কয়েকটা। অহিরাবণ বধ....রেল লাইনের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে....

লেবার অফিসার। বাচ্চাগুলোকে না মারলেও পারতেন!

হীরালাল। এখনও আপনার এসব দুর্বলতা আছে সার! পাকিস্থানে কি হচ্ছে?

ম্যানেজার। হাওড়া স্টেশনে নাকি একটা আন্‌সার ধরা পড়েচে?

রামকান্ত। একটা! কত ধরা পড়লো। আন্‌সার, আন্‌সার....সব আন্‌সার। ছদ্মবেশে আমাদের মধ্যে মিশে থাকে আর খবর সংগ্রহ করে। ধরা পড়লে বলে, "প্রাণের ভয়ে হিঁদু সেজেচি।"

হীরালাল। ওদের একটাকেও বিশ্বাস করতে নেই।

রামকান্ত। কিন্তু একটা কথা মশায়, মহকুমার পুলিশ অফিসারটি তো বড় সুবিধের লোক নন। কাল আমার দলের সাতজনকে তিনি ধরে নিয়ে গেলেন! অবশ্যি পরে ছেড়ে দিয়েচেন। কিন্তু এসব করলে তো ছেলেরা ভয় পেয়ে যাবে।

লেবার অফিসার। একটু আধটু না করলে....

ম্যানেজার। আপনি ওপরে জানাবেন।

রামকান্ত। তা আমি বলে দিয়েচি। আজ সকালে নৃপতিদা এসেছিলেন, আমি তাঁকে স্পষ্টই বলেচি—তা উজীর নাজীর যাই হও নেপুদা, বেশি গোলমাল করবে তো আমি ঐ কম্যুনিস্ট দলে চলে যাবো।

[সকলে একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে।]

হাসবার কথা নয়। তিনমাস ধরে একটি পয়সাও দিচ্ছে না—অথচ

কাজ করিয়ে নেবার বেলা ষোলআনা। তা শালার পেটই যদি না ভরে তো কমুনিস্ট দলেই নাম লেখাবো।

ম্যানেজার—আপনার টাকায় অভাব!

রামকান্ত। খুব অভাব মশায়, খুব অভাব! সবাই তো ফোকটে কাজ সারতে চান। ক' পয়সা দেন আপনারা? এক বোতল ভাল মালের দামই হয় না। এই তো হীরালাল, বিপাকে পড়লেই—রামকান্ত বাবু, আপনি সাহায্য না করলে তো আমাদের ইউনিয়ন টেকে না। ....কাজটি উদ্ধার হয়ে গেলেই—দেশের কাজ....আপনারা যদি না করেন তো।....দুত্তোর শালার দেশের কাজ! পেট চালাতে হবে তো—তা ছাড়া আমি তো আর একা নই—সবাইকে দু'দশ পয়সা করে না দিলে লোকের এমন কি দায় পড়েচে যে তারা ডাণ্ডার মুখে মাথাটি বাড়িয়ে দিতে আসবে!....ও দেশের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের দিন চলে গেছে মশায়। সবাই যে যারটা গুছিয়ে নিচ্ছে। ওদিকে পুকুর চুরি—আর এদিকে আমরা ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াবো!....সেটি হচ্ছে না। পেটই যদি না ভরে....তবে সামনের ইলেক্‌সনে বুঝলেন—ঐ শালার কম্যুনিস্ট দলে।

হীরালাল। ভালো দলেই যাবেন তা হলে!

রামকান্ত। কেন, খারাপটা কিসে! তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভালো তারা—ঢের ঢের ভালো। আর যাই হোক, তোমাদের মতো অমন দু'মুখো নয়।....না মাইরি, আমি দেখেচি, শালার কম্যুনিস্ট ছোঁড়ারা খবর রাখে, জোট আছে, খাটতে পারে খুব শালারা।.... ওদের আর সবই ভালো, ঐ একটা জিনিসই আমি মাইরি বরদাস্ত করতে পারি না—শালা নেড়েদের সঙ্গে ওদের বড্ড ভাব।

হীরালাল। জালালের সঙ্গে মতির কি রকম গলাগলি দেখেচেন তো!

রামকান্ত। হুঁ! জালালের ছেলেটাকে দেখে এলাম মতির বোনের কাছে।

লেবার অফিসার। মতির বোনের কাছে!

রামকান্ত। হ্যাঁ, গিয়ে দেখি দু'জন দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। একটু বেসামাল অবস্থায় ছিলাম—ছেলেটা আমায় দেখে ভয় পেয়ে গেল—মতির বোনও বোধ হয় একটু ভরকে গিয়েছিল····

হীরালাল। বাজে, বাজে! ভরকে যাবার মেয়ে সে নয়। দশদিন মুসলমানের বাড়ি ছিল—তার আবার কিছু আছে নাকি!

রামকান্ত। মতির মতো নয়, দেখতে সুন্দর!

হীরালাল। সেজন্যেই তো মতির ওখানে জালালের এখন যাতায়াত আরো বেশি।

রামকান্ত। হীরালাল, তুমি আমারও এক ডিগ্রী ওপরে!

হীরালাল। না হ'লে যে সদ্য সদ্য ছেলে হারিয়ে এসেচে তারই কাছে এই অবস্থায় একটা মুসলমান তার ছেলেকে রেখে আসে কোন্ ভরসায়?

লেবার অফিসার। মতির ভরসায়।

হীরালাল। আচ্ছা, আপনিই বলুন সার, ওরা কি মানুষ না জানোয়ার?

লেবার অফিসার। জানোয়ার, জানোয়ার, জানোয়ার না হলে কি পরের জন্যে কেউ এভাবে পড়ে পড়ে মার খায়!

হীরালাল। [বিরক্ত হয়ে] আপনি কখন যে কিভাবে কথা বলেন সার····

ম্যানেজার। যাক্, ওসব কথা থাক। রামকান্তবাবু, আপনাদের কালকের কাজটা কিন্তু ভুল হয়েচে! লাইনের মধ্যে এসে ওভাবে····

রামকান্ত। আমরা নই, আমরা নই ম্যানেজার সাহেব, ঐ চাঁমুর দল····

ম্যানেজার। যারাই করুক, আমাদের এলাকার মধ্যে ঢুকে এসব করলে দোষটা এসে আমাদের ঘাড়েই পড়ে। আপনারা যা করবার বাইরে করবেন....

রামকান্ত। চান্দুর দলের কাণ্ডই ঐ রকম। শালারা খালি আবোল তাবোল কাজ করে। যেখানে সেখানে মেরে শকুনের খাদ্য বাড়িয়ে লাভ কি। ঝোপ বুঝে কোপ মার—জায়গা বুঝে দু'চারটে সাবাড় কর, খবরটা ছড়িয়ে পড়ুক--শালারা পালাক।....কৌশল জানা চাই মশায়, কৌশল জানা চাই। মেরেচি আর কটা—কিন্তু দেখচেন তো রামকান্তের নামে শালার এ মুল্লুকের নেড়েদের পিলে চমকায়।

ম্যানেজার। মারুন কাটুন, যা খুশি আপনাদের করুন—কিন্তু মিল এরিয়ার ভেতরে নয়। দত্ত সাহেবের ঢালা হুকুম আছে, টাকাকড়ি মালমসলা যা লাগবে সব পাবেন আপনারা—তবে হ্যাঁ, এই মিল এরিয়ার ভেতরে নয়।

রামকান্ত। না না, তা হ'লে তো আপনাদের এখানকার এগুলোকে এতদিনে সাবার করে দিতে পারতুম।

হীরালাল। দরকার কি। শালারা যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সেখানে গিয়েই একদিন....

রামকান্ত। অসুবিধে আছে!

হীরালাল। কেন, পুলিশ?

রামকান্ত। হ্যাঁ, একেবারে সামনাসামনি করতে গেলে....যাকগে.... [ম্যানেজারের দিকে ঘুরে আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গী করে]....এটার কি করলেন?

ম্যানেজার। বেশ তো, পাবেন....

রামকান্ত। না না মশায়, টাকার খুবই দরকার, ব্ল্যাকে মাল কিনতে হয়।

লেবার অফিসার। ওদের কাছ থেকে তো কিছু কিছু পাচ্ছেন আপনারা....

রামকান্ত। ফুঃ! সে আর কি! শালা নেড়েদের কাছে থাকেই ভারী। তাছাড়া প্রভুদের তো বখরা দিতে হয়। দিন দিন মশায়, যা দেবেন দিন।

[ম্যানেজার একটা স্লিপ লিখে রামকান্তকে দেয়।]

ম্যানেজার। যান, ক্যাশে গেলেই পাবেন।

রামকান্ত। দেখবেন মশায়, গোলমাল হবে না তো? আপনাদের কেশিয়ারটি বড় বদখদ লোক।

ম্যানেজার। না না, কোন অসুবিধে হবে না। সেদিনের কথা শুনে কর্তা তাকে খুব শাসিয়ে দিয়েচেন।

রামকান্ত। ওঃ! শালার বুড়োর কি জেরা! যেন হাইকোর্টের উকীল! টাকা নিয়ে আমি উড়াই না পরিবারকে দিই—তা দিয়ে তার দরকার কি মশায়! আমি আপনাদের চাকরি করি না গোলামি করি যে দশটা কৈফিয়ৎ দিতে যাবো?

ম্যানেজার। তা বই কি!

রামকান্ত। লোকটা বোধ হয় ওদের দলের।

হীরালাল। আছে, আছে। বুড়োটা ভেজা বেড়াল সেজে থাকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটি ঘুঘু।

রামকান্ত। বাবা, ঘুঘু দেখেচ ফাঁদ দেখনি! দেখবে, দেখবে, সবই দেখবে এবার।

[স্লিপটা নিয়ে প্রস্থান]

ম্যানেজার। টাকার চাহিদে একটু বেশি, না হ'লে লোকটা কাজের।

হীরালাল। কাজের না হ'লে বড় বড় লোক কি ওকে এমনি খাতির করে সার!

লেবার অফিসার। বেশি আস্কারা দিলে....

ম্যানেজার। আমরা না দিলেও ওকে আস্কারা দেবার লোকের অভাব নেই মিঃ মুখার্জী। কাজ বাগিয়ে নিতে হ'লে একটু-আধটু তোয়াজ করতে হবে বই কি।

হীরালাল। মুখার্জী সাহেব সে কথাটাই সব সময় বোঝেন না।

লেবার অফিসার। ও! [ম্যানেজারকে] দাস সাহেব, লেবার অফিসারের পোস্টটা এবার হীরালালকেই দিন। সত্যি তো, আমার মতো একটা অযোগ্য লোককে এত বড় দায়িত্ব দিয়ে রেখেচেন! [হীরালাল অধোবদন] একটা সাধারণ ওয়ার্কার থেকে রাতারাতি শিফ্‌ট্-ইন্-চার্জ! বুদ্ধিমান বই কি! কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার অতিবুদ্ধির দৌড়ে আমাকে ফ্যাসাদে পড়তে হয় হীরালাল। আমার কথা না শুনে সেদিন ফার্নেসে গিয়ে বেকুবের মতো প্রচার করতে আরম্ভ করলে, লালঝাণ্ডা ছেড়ে যদি মুসলমানেরা তোমাদের ইউনিয়নে যোগ দেয় তবে তোমরা তাদের রক্ষা করবে!

হীরালাল। তাতে কি কোনো কাজ হয়নি সার?

লেবার অফিসার। হুঁ! হয়েচে বই কি! লেবার কমিশনারের কাছে তার জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হলো।

হীরালাল। বেশ, আমি আর কিছু করবো না।

ম্যানেজার। আ-হা, করবে না কেন! কৌশলে করবে তো।

লেবার অফিসার। কৌশল! কৌশল আবার কি! টাকাপয়সা খরচ করে যে আমরা ইউনিভার্সিটির এতগুলো ডিগ্রী পেয়েচি, হীরালাল তো মনে করে তার কোনো দামই নেই!

[ক্রুদ্ধ অবস্থায় প্রস্থান। হীরালাল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। মতির প্রবেশ।]

মতি। [ম্যানেজারকে] আপনার চিঠি পেলাম সার। কিন্তু সভা আমাদের করতেই হবে।

ম্যানেজার। করতেই হবে!

মতি। উপায় নেই। প্রত্যেক মজদুরকে আজ খোলাখুলি জিগ্যেস করতে হবে তারা দাঙ্গা চায়, না শান্তি চায়?

ম্যানেজার। মিল কম্পাউণ্ডের বাইরে জিগ্যেস করো।

মতি। সেখানে ১৪৪ ধারা।

ম্যানেজার। অতএব ভেতরেই মিটিং করো! কারখানার ভেতরে মিটিং করা চলবে না।

মতি। মিটিং করার অধিকার আমাদের আছে।

ম্যানেজার। অধিকার! যদি শান্তিভঙ্গ হয়?

মতি। আমরা শান্তি রক্ষার চেষ্টা করবো।

ম্যানেজার। তোমাদের ভেতরেই তো দশটা দল—কে কার কথা শুনবে?

মতি। দু' হাতের দশটা আঙুল সময় সময় এক হয়ে এও হয় সার।

[দু' হাতের আঙুলগুলোকে বজ্রমুষ্টি করে দেখায়।]

ম্যানেজার। সে হতে পারলে তো ভালোই ছিল। কিন্তু এখানে নানামুনির নানা মত।....এ নিয়ে একটা গোলমাল হবে—সভা করতে যেয়ো না।

মতি। সভা ডাকা হয়ে গেছে—এখন আর তা বাতিল করবার উপায় নেই।

ম্যানেজার। উপায় নেই?

মতি। না।

ম্যানেজার। আমার অনুমতি নেবারও দরকার বোধ করনি!

মতি। আপনার অনুমতি পাওয়া যাবে না আমরা জানতাম।

ম্যানেজার। জানতে! তবে জেনেশুনেই সব কচ্ছ?

মতি। আমরা যে না জেনে কিছু করিনে আপনি জানেন।

ম্যানেজার। ও!....জানি!....বেশ!...

মতি। আপনি বৃথা বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। বাধা দিতে গেলেই গোলমাল হবে।

ম্যানেজার। হবে?

মতি। হাঁ, হবে।

[মতির প্রস্থান]

ম্যানেজার। গোলমাল হবে! আচ্ছা!

[ম্যানেজার রাগে ফেটে পড়ে। কাঁপতে কাঁপতে ফোনটা হাতে নিয়ে 'হেলো-হেলো' করতে থাকে এবং ঘনঘন ফোনের এলার্ম টেপে। পর্দা নেমে আসে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সন্ধ্যার পর মতির ঘরের দাওয়ায় জয়নালকে পাশে নিয়ে ললিতা একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে। নীচে মেঝেতে একটা হ্যারিকেন টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে। ঘুমন্ত অবস্থায় জয়নাল পাশ ফিরে ললিতার গলা জড়িয়ে ধরে। ঘুমের ঘোরে ললিতা তাকে আরো বুকের কাছে টেনে নেয়। খানিকক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটে।]

ললিতা। [দুঃস্বপ্ন দেখে গোঁ গোঁ করে এবং তারপর চীৎকার করে ওঠে] নিও না, ওকে নিও না ! ও তো তোমাদের কিছু ক্ষতি করেনি ! ও বেঁচে থাকলে তোমাদের পাকিস্থান রসাতলে যাবে না ! মারো, মারে, আমায় মারো....আমায় মারো....এই দুধের শিশু নিয়ে তোমরা কি করবে ! ওকে নিও না, ওকে নিও না....ওকে নিও না....নিও না ....নিও না....দুলু ! দুলু ! আমার দুলু !!!

[উঠে বসে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জয়নাল চোখবোজা অবস্থায়ই উঠে বসে। ললিতা তাকে আবার শুইয়ে দেয় এবং পিঠ চাপড়াতে থাকে। জয়নাল ঘুমিয়ে পড়ে। ললিতা নীচে নেমে হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে উঠোনে আসে এবং এদিক-সেদিক খুঁজে দেখে কেউ কোথাও আছে কি না। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে ললিতা আবার দাওয়ায় উঠে আসে এবং হ্যারিকেনটা রেখে দেয়। তার পর খাটিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঘুমন্ত জয়নালকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করতে থাকে। মতি বলতে বলতে প্রবেশ করে। তার পরনে কারখানার কালীলাগা প্যাণ্ট ও গায়ে ময়লা জামা।]

মতি। [স্বগত] শালা শয়তানেরা যা আরম্ভ করেচে, আর পারা গেল না....[ললিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে] কি রে ! ওর অসুখ করেচে নাকি ? [ললিতা ঘাড় নেড়ে 'না' জানায়।] তবে ! ওর মুখের ওপর পড়ে ওভাবে কি দেখছিস ! [ললিতা কান্নায় ফেটে পড়ে] ও ! [মতি এগিয়ে গিয়ে

সস্নেহে ললিতার পীঠে হাত বুলোয়।] কাঁদিসনি, কাঁদিস্‌নি বোন। কেঁদে কি করবি বল। তোর একার তো নয়, কত লোকের যে আজ সর্বনাশ হয়ে-যাচ্ছে....

ললিতা। [আকুল কণ্ঠে] না না দাদা, এ আমি পারবো না, এ আমি পারবো না, আমায় অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও....

মতি। কোথায় পাঠাই বল। পাঠাবার জায়গা থাকলে তোকে আমি এখানে রাখতাম না।

ললিতা। যেখানে হয় পাঠিয়ে দাও....আমি, আমি আর সহ্য করতে পারছিনে....আর সহ্য করতে পারছিনে....

মতি। [দয়ার্দ্র কণ্ঠে] লীলু!

ললিতা। দাদা, তুমি আমায় এ কি শাস্তি দিলে! শত্রু আমার বুকে জুড়ে থাকবে! না না, পারিনে দাদা, পারিনে, তুমি ওকে নিয়ে যাও, আমার কাছ থেকে তুমি ওকে নিয়ে যাও....

মতি। তাই করবো, জালালের কাছেই ওকে পাঠিয়ে দেবো।

ললিতা। তাই করো, তাই করো—কেন আমার এ শাস্তি! আমার বুক যারা মরুভূমি ক'রে দিয়েচে, তাদেরই একজনকে আমি আমার বুকের স্নেহ দিয়ে তিলে তিলে বাড়িয়ে তুলচি। আমি কাঁদি, ও হেসে আমায় জড়িয়ে ধরে—জোর ক'রে আমার চোখের জল মুছে ফেলতে হয়। [অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে] কেন, কেন, কেন আমার এ শাস্তি?....না না, পারবো না, পারবো না—ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও—নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিনে দাদা.... হয়তো....ওকে একদিন আমি....

[মতি বিস্মিত হয়ে ললিতার মুখের দিকে তাকায়।]

হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়তো একদিন ওকে আমি....এমনি করে....

[গলা টিপে মারবার ভঙ্গী করে।]

মতি। [শান্ত কণ্ঠে] তুই তা পারবিনে আমি জানি।

ললিতা। [ক্ষিপ্তের ন্যায়] না না দাদা, তুমি আমায় বিশ্বাস করো না, আমায় বিশ্বাস করো না—আমি সব পারবো, সব পারবো—একদিন রাক্ষুসী হয়ে....[আবার কান্না] না না, যার ধন তাকে ফিরিয়ে দাও—আমারকেউ নেই, কেউ নেই—আমি একা—আমি একা....

[কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত প্রস্থান]

মতি। মুশকিল।....নাঃ! যার ছেলে তার কাছে থাকাই ভালো। কিন্তু নিয়ে রাখবেই বা কোথায়! জালালের নিজেরই থাকবার ঠিকঠিকানা নেই—

[ময়লা জামাটা খুলে রাখে এবং দড়ি থেকে একটা কাপড় টেনে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। জয়নাল কেঁদে ওঠে।]

জয়নাল। পিসী! পিসী!!

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। [ধরা গলায়] পিসী মরেচে। কাঁদছিস কেন? কি হয়েচে হতভাগা?

জয়নাল। [আবদারের সুরে] খিদে পেয়েচে, খেতে দে ফুফু।

ললিতা। আবার!

জয়নাল। না না, পিসী, পিসী। [উঠে এসে ললিতাকে জড়িয়ে ধরে আদরের ভঙ্গীতে] আমি খাবো।

ললিতা। পিসীকে শুদ্ধু খেলে যদি তোর পেট ভরে! চল।

[প্রস্থানোদ্যত। কাপড় পাল্টিয়ে মতির প্রবেশ]

মতি। হ্যা রে লীলু, রান্নাবান্না ক'রে সব ফেলে রেখেছিস! খাসনি!

ললিতা। [মতির দিকে ফিরে তাকায়। তারপর জয়নালকে বলে] আয়।

মতি। কি ব্যাপার বল তো!

ললিতা। ব্যাপার আবার কি !

মতি। দিনান্তে সেদ্ধপোড়া একবার যা হয় চারটে মুখে দিস ; তাও আজ পেটে গিয়েছে বলে মনে হয় না—সমস্ত ভাতই তো থালায় পড়ে !

ললিতা। দাদা, হেঁশেলের ভারটা যখন আমার ওপর ছেড়ে দিয়েচ তখন ওদিকে তোমার নজর না দেওয়াই ভালো।

মতি। এভাবে না খেয়ে তুই ক'দিন বাঁচবি ! প্রায়ই তো তোর খাওয়া হচ্ছে না। হতভাগাটা বুঝি আজো তোকে ছুঁয়ে দিয়েচে !....এই জয়নাল, তোকে বারণ করিনি....

ললিতা। ও কি বুঝে করে নাকি যে ওকে তুমি ধমকাচ্ছ !

মতি। না, সেজন্যেই সেদিন আমি জালালকে বলেছিলাম....ছাখো, এ হয় না....

ললিতা। যা হয় না, হবে না, তাইতো তোমরা করতে চাও !

মতি। তা....তা....আমি পারি বলে....সবাই সব পারবে কেন !

ললিতা। দাদা, আর কি হ'লে তুমি খুশি হও বলো তো ! খাওয়া ! আমার খাওয়ার জন্যেই তোমরা এসব ব্যবস্থা করেচ ! আয় জয়নাল, আয়।

[জয়নালকে নিয়ে প্রস্থান। মতির চোখেমুখে একটা অস্বস্তির ভাব।
শঙ্করের প্রবেশ]

শঙ্কর। কাল রাত্রে আমাদের পাড়ায় যা কাণ্ড ! শুনেচ নিশ্চয়ই।

মতি। [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] হ্যাঁ. শুনেচি।

শঙ্কর। সারারাত পাড়ার লোক ঘুমোতে পারেনি। মদ খেয়ে সে কি মাতামাতি দাপাদাপি ! আর মেয়েছেলেগুলোর আর্তনাদ....যেন মরা কান্না ! সে কি শোনা যায় ! বীভৎস, বীভৎস !

মতি। তোমাদের পাড়ার লোক তো অনায়াসে সেগুলো হজম করলো !

শঙ্কর। উপায় কি !

মতি। না, উপায় কি! পাড়ার লোকের সায় না থাকলে কখনো এরকম হতে পারে?

শঙ্কর। ভুল করো না মতি।

মতি। ভুল! চারপাশে এতগুলো ভদ্রলোক থাকতে সেখানে এভাবে অবাধে গুণ্ডামি চলে কি করে? হিন্দু-সংস্কৃতি! মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হয় না! এইতো তার নমুনা?

শঙ্কর। এ অত্যাচার সকলে সমর্থন করে না।

মতি। কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদও করে না।

শঙ্কর। প্রাণের ভয় সবারই আছে।

মতি। তাই ছোরার ভয়ে চুপ! গুণ্ডামি করা আর নীরবে গুণ্ডামিতে প্রশ্রয় দেওয়ায় কিছু তফাৎ আছে শঙ্কর?

শঙ্কর। [বিদ্রূপ করে] তোমাদের মতো শহীদ সাজবার সাহস সবার নাও থাকতে পারে।

মতি। শঙ্কর!

শঙ্কর। হ্যাঁ, সাধারণ লোক সাধারণ ভাবেই শান্তিতে বাস করতে চায়। তারা এ অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

মতি। সক্রিয় অশান্তির কাছে নিষ্ক্রিয় শান্তি তো মার খাবেই।

শঙ্কর। রুখে দাঁড়াও বললেই সবাই রুখে দাঁড়ায় না মতি। তার জন্যে চাই প্রস্তুতি। সেদিকে আমরা কতটুকু কাজ করেচি? কেবল স্লোগানের পর স্লোগান দিয়ে গেছি—কিন্তু মানুষকে করেচি অবিশ্বাস। মানুষ যে মরে যায়নি—তার শুভবুদ্ধি যে একেবারে লোপ পায়নি—তার পরিচয় পেয়েছি আমি আজ সকালে....

মতি। কি রকম?

শঙ্কর। মানুষের মুখে দেখেচি তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন সকালবেলা পুলিশ নিয়ে এলেন—সমবেত কণ্ঠে তারা জানালো নালিশ।

মতি। ফল ?

শঙ্কর। হাতে হাতে····

মতি। এযাবত ক'জন গ্রেপ্তার হয়েচে !

শঙ্কর। হয়েচে, তার মধ্যে আমাদের পাড়ার একজন বৃদ্ধ উকীলও আছেন।

মতি। উকিল !

শঙ্কর। হ্যাঁ। রাত্রিবেলা ফোন্ করে কোনো কর্তারই সাড়া মেলেনি, এ কথাটা চেপে না গিয়ে তিনি বলে ফেলেছিলেন····

মতি। তাই !

শঙ্কর। হ্যাঁ। অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে। বিপদ দু'দিকে—এর মাঝখান দিয়ে বাঁচবার পথ করে নিতে হবে। কাল রামকান্তের দলে ভাঙ্গন ধরেচে।

মতি। বখরা নিয়ে বুঝি ঝগড়া ?

শঙ্কর। না, অবস্থায় পড়ে মানুষ পশু হয়ে যায় ; কিন্তু সবাই সমান নাবতে পারে না। ঘরের মধ্যে আটকে রেখে কাল যখন মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছিল—তখন রামকান্তেরই দলের কয়েকজন তার প্রতিবাদ করলো····

মতি। বলো কি !

শঙ্কর। হ্যাঁ। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় কম, মারামারিতে পেরে উঠলো না—পিছু হটে গেলো।····এরা যাতে দলে ভারী হয় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

মতি। [অবিশ্বাসের সুরে] করো। কিন্তু একটা কথা শঙ্কর, আলেয়ার পেছনে ছুটে লাভ নেই।

শঙ্কর। আলেয়া !

মতি। হ্যাঁ, তোমাদের ওসব সংস্কারবাদে আমার বিশ্বাস নেই।

শঙ্কর। [সামান্য উত্তেজিত হয়ে] দিনদিন তুমি একটা যন্ত্র হয়ে উঠচ মতি।

মতি। বেশ তো, আমায় তোমরা রেহাই দাও।

শঙ্কর। রেহাই !

মতি। হ্যাঁ।

শঙ্কর। ভুল করো না মতি, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলো না। দুর্বলতা মানুষের আসে—তাকে প্রশ্রয় দিলে সে গিলে খায়। তোমার শক্তির কথা আমরা জানি। দু'দুটো লড়াইয়ে তুমি আমাদের নেতৃত্ব দিয়েচ, এবারও তুমিই দেবে।

মতি। ভুলও তো করতে পারি ?

শঙ্কর। তোমায় ভুল করতে আমরা দেবো না। আমরা তোমার পাশে আছি। শুধু দৃষ্টিভঙ্গী একটু ফেরাতে হবে। কেবল কাছের মানুষের দিকে তাকিও না, যারা দূরে আছে তাদের দিকেও তাকাও। পেছনে পড়ে আছে বলে লোককে ঘৃণা করো না, তাদের টেনে আনো, আপন করো, খুঁজে বার করো মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় লুকিয়ে আছে। আদর্শের ফাঁকা বুলিতে ভুলো না—মানুষকে বোঝ, মানুষ কি চায় শোন—নিজের পরিবেশকে স্বীকার করো—দেখবে তোমার পেছনে অসংখ্য মানুষের অসীম মিছিল····

[লালমোহনের প্রবেশ]

লালমোহন। মতিবাবু, আপনারা এসব কি কচ্ছেন বলুন তো! এ ক'রে কি মুসলমানদের আপনারা এখানে রাখতে পারবেন না তাদের বাঁচাতে পারবেন ?

মতি। কি করতে হবে বলুন।

লালমোহন। দাঙ্গাবিরোধী কমিটীতে আপনারা আজ ক'জন আছেন! সবাই তো আপনাদের বিরুদ্ধে।

মতি। বলুন।

লালমোহন। এসব ক'রে আপনারা তাদের রক্ষা করতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমাদের ক্ষতি কচ্ছেন বিস্তর।

মতি। আপনাদের!

লালমোহন। হ্যাঁ, শ্রমিক আন্দোলনের। জনসাধারণ আজ শ্রমিক নেতৃত্ব সম্পর্কে অন্যরকম ভাবতে আরম্ভ করেচে।

মতি। যথা?

লালমোহন। আপনাদের এই মুসলিম-ঘেষা নীতির ফলে আপনারা জনসাধারণের সহানুভূতি হারাচ্ছেন।

মতি। আপনাদের সম্বন্ধে তো আর এ অপবাদ নেই—আপনারা জন-প্রিয় হবার চেষ্টা করুন।

লালমোহন। বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার ক'রে আপনারা খালি একটা স্লোগানের ওপর চলেচেন।

মতি। মোটেই নয়। বাস্তব অবস্থা আজ সমস্ত শ্রমিক অন্দোলনকে পিষে মেরে ফেলতে উদ্যত এটা জেনেও আপনারা চোখ বুজে থাকতে চান। আর স্লোগানের কথা বলছিলেন?....হ্যাঁ, যে স্লোগানের মধ্যে আছে মানুষের বেঁচে থাকার কথা, যার মধ্যে আছে সমগ্র পৃথিবীর শোষিত জনগণের আত্মার মুক্তির কথা—সে স্লোগান আমরা চিরদিন দিয়ে এসেচি এবং দেবো।

লালমোহন। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবেন। পাকিস্থান থেকে আমাদেরই ভাইবোন এসে রাস্তায় ভিখিরীর মত ঘুরে বেড়াবে—আর এরা এখানে থেকে নিশ্চিন্তে টাকা রোজগার করবে আর খাবে—এ হতে পারে না মতিবাবু। আপনারা মানবতার দোহাই দিয়ে এর পক্ষে যতই যুক্তি দিন না কেন, জনসাধারণ তা শুনবে না।

মতি। আপনাদের বুঝি ধারণা, মুসলমানেরা চলে গেলেই তাদের জায়গায় অমনি হিন্দুরা কাজ পাবে?

লালমোহন। যাতে পায় তার ব্যবস্থা করবো।

মতি। হিন্দু শ্রমিক ছাঁটাই হয় কেন ? আসলে তা নয় লালমোহনবাবু, শ্রমিকদের মধ্যে এখনো যেটুকু ঐক্য আছে সেটুকু মালিকরা ভেঙ্গে দিতে চান। এই দাঙ্গা দিয়েছে তাদের সেই সুযোগ।

লালমোহন। আপনাদের নীতি তো মালিকদের আরো সাহায্য কচ্ছে। মনে করেন, আপনারাই একমাত্র যোদ্ধা, শ্রমিকদের ভালোমন্দ বোঝবার একচেটে অধিকার আপনাদের—তাই কাল আমাদের জিগ্যেস না করেই মিলের ভেতরে একটা সভা ডেকে বসলেন।

মতি। চুনীবাবুকে বলা হয়েছিল ; তিনি কথাটা কানে নিলেন না।

লালমোহন। চুনীবাবু একাই তো সব নন।

মতি। তিনি আপনাদের নেতা।

লালমোহন। নেতা ভুল করলে তার সংশোধন অবশ্যই হতে পারে। তা নয়। আপনারা বোরের কিস্তিতে বাজী মাৎ করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এই সুযোগে আপনাদের ঘর গুছিয়ে নেবেন........

শঙ্কর। তাই বুঝি আপনারা ঘর-ভাঙ্গায় যোগ দিলেন ?

লালমোহন। [উষ্মার সহিত] প্রত্যেক দলেরই একটা নীতি আছে।

মতি। নিশ্চয়ই।

লালমোহন। যা ভালো মনে হয়েচে তাই আমরা করেচি। আপনাদের কথায় আমরা পুলিশের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে যাবো !

শঙ্কর। মৌখিক প্রতিবাদও আপনারা করেননি।

লালমোহন। এই ব্যাপারে সভা ডাকার কোন প্রয়োজন ছিল বলেই আমরা মনে করিনে।

মতি। তাই বলুন। আপনারা সভার বিরোধী এটা জানতে পেরেই মালিক পুলিশ ডাকতে সাহসী হয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় কাদের নীতি আজ মালিককে সাহায্য কচ্ছে।

লালমোহন। এখানে এখন মুসলমানদের প্রোটেক্‌শন দেয়ার কোন মানেই হয় না।

মতি। হুঁ! শেষ ক'রে দেওয়াই ভালো!

লালমোহন। না, আমরা তাদের শেষও করতে চাইনে। তারা পাকিস্থানে চলে যাক। বোঝার ওপর শাকের আঁটিও বোঝা।

শঙ্কর। শাদা চামড়ার বোঝাটা কিন্তু আমরা বেশ অম্লান বদনেই বইচি।

লালমোহন। ও সবাইকেই এবার যেতে হবে।

শঙ্কর। তারই লক্ষণ এই দাঙ্গা! ভালো আছেন আপনারা!

লালমোহন। সামনে সমস্যা রেখে দূরের দিকে তাকানো একটা ভ্রান্তি-বিলাস।

শঙ্কর। সুতোটা যে দূর থেকেই টানা হচ্ছে লালমোহনবাবু।

লালমোহন। সে আমরাও জানি।

মতি। জানেন, তবু চুপ করে থাকেন।

লালমোহন। বাইরের দোহাই দিয়ে আমরা আজ সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চাইনে—

মতি। আমরা বুঝি চাই?

লালমোহন। হ্যাঁ, চান। তাই জনমতকে অগ্রাহ্য করে আপনারা চাচ্ছেন আজ মুসলমানদের এখানে জোর করে ধরে রাখতে। কিন্তু তা হবে না। আপনারা যদি জোর খাটাতে যান তবে আমাদের নিজেদের মধ্যেই একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি—এসব আপনারা করতে যাবেন না।

[লালমোহনের প্রস্থান]

মতি। এইতো তোমার সব মহৎ ব্যক্তি!

শঙ্কর। কি করবে! এদের এই বিশ্বাস। আচ্ছা যাই—রাত্রি নটায় আমাদের পাড়ায় শান্তি কমিটীর মিটিং।

মতি। জালালের থাকার বিষয় কি করলে?

শঙ্কর। সে তো ঠিক হয়ে গেছে। পাঁচসাতজন সেখানে অনায়াসেই থাকতে পারবে।

[মনোহর নেপথ্য থেকে বলতে বলতে ঢোকে]

মনোহর। [নেপথ্যে] বেশ হয়েচে, শালারা খুব জব্দ হয়েচে। [প্রবেশ করে] আচ্ছা মতি, তোমার কথাই যদি সত্য হবে....

মতি। [ক্রুদ্ধ হয়ে] আবার এসেচো এখানে!

মনোহর। কেন আসবো•না! একশো বার আসবো, হাজার বার আসবো। আমার কথার জবাব দিতে হবে।

মতি। তোমার কোন কথাও নেই, জবাবও নেই। এখান থেকে যাও।

মনোহর। কেন যাবো? আমাকে বোকা পেয়েচ যে যা বোঝাবে তাই বুঝবো!

মতি। কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না মনোহর! তুমি বলে আবার মুখ দেখাচ্ছ! ভীরু কাপুরুষ কোথাকার, প্রাণের ভয়ে দালালদের দলে গিয়ে জুটেচ!

মনোহর। কোন দলেই আমি নেই....তাদের দলেও না তোমাদের দলেও না।

মতি। বেশ, গোল্লায় যাও।

মনোহর। তার আগে একটা কথার জবাব তোমায় দিতেই হবে।

মতি। এখান থেকে যাবে কিনা বলো?

শঙ্কর। আঃ! ওকে বলতে দাও না।

মনোহর। সারা দেশটাকে পাকিস্থান করতে চাও কেন?

মতি। কে বলেচে তোমায় ?

মনোহর। আহা-হা-হা ! কে বলেচে ! ডুবে ডুবে জল খাও কেউ টের পায়না ! আমি সবই বুঝতে পেরেচি।

মতি। সবই বুঝতে পেরেচ ! আমিও সবই বুঝতে পেরেচি। আর যদি কখনো তোমায় এখানে দেখি শয়তান [মনোহরের দিকে এগিয়ে যায়।]

শঙ্কর। [মতির কাঁধ ধরে বাধা দিয়ে] মতি !

মতি। [শঙ্করের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে] না, তুমি চুপ করো। [মনোহরকে] ভালোয় ভালোয় যাবে কিনা বলো।

মনোহর। [ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়ে] আচ্ছা....যাচ্ছি, কিন্তু টের পাবে, টের পাবে পরে মজাটা।

[প্রস্থান]

মতি। চালাকী করতে এসেচে এখানে !

শঙ্কর। লোকের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার কোন মানে হয় না !

মতি। তুমি বুঝতে পাচ্ছো না, পাজীটা আসে এখানে আমাদের পেটের কথা বার কবতে।

শঙ্কর। নিজেদের এতো দুর্বল মনে করা ভয়ের কথা মতি। কি ক্ষতি ছিল ওর কথা শুনলে ?

মতি। রাখো, আর ভালো লাগে না। একই কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল !

শঙ্কর। ধৈর্য হারালে মুশকিল !

মতি। ধৈর্য ! ধৈর্য ! ধৈর্য লোকের কতক্ষণ থাকে ! কাজের বেলা কচুপোড়া—কেবল প্রশ্ন-প্রশ্ন-প্রশ্ন !

শঙ্কর। প্রশ্নকে ধমক দিয়ে বন্ধ করা যাবে না মতি—আরো ঠেলে ঠেলে উঠবে। জবাব তার দিতেই হবে।

মতি। পারো তো তুমি দাওগে। এসব শয়তানকে আশকারা দেবার পক্ষপাতী আমি নই।

শঙ্কর। শয়তান শয়তান করে সবাইকে তো শয়তানের দলেই ঠেলে দিচ্ছ।

মতি। বেশ, তুমি তাদের কাঁধে তুলে নাচগে।

শঙ্কর। দিনদিন তোমার এরকম মেজাজ হচ্ছে কেন, বলো তো!

মতি। তোমার মুরুব্বিয়ানা আর সহ্য হচ্ছে না বলে।

শঙ্কর। ও! আচ্ছা, আর কোন কথা বলতে আসবো না তোমায়। [যাওয়ার মুখে] সমালোচনা যারা সহ্য করতে পারে না তারা করবে নেতৃত্ব!

[রাগতভাবে প্রস্থান]

মতি। [নিজের আচরণে লজ্জিত হয়ে] শঙ্কর! শঙ্কর!!

[সাড়া না পেয়ে দাওয়ায় খানিকক্ষণ বসে]

লীলু, লীলু!

[ললিতা এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়]

তোর তো খাওয়া হলো না আজ। কিছু খাবার নিয়ে আসি?

ললিতা। না দাদা থাক, এত রাত্রে আর আমি চান করতে পারবো না।

[ললিতা প্রস্থানোদ্যত]

মতি। হাঁরে, মা তাদের আসবার দিন চলে গেল না?

ললিতা। না দাদা, সোজা, স্টীমারে চলে আসচে তো, সময় লাগবে।

মতি। হুঁ! তাও তো বটে! মা আসবার আগেই জয়নালকে এখান থেকে সরাতে হবে!

ললিতা। [ঈষৎ হেসে] আসুক তো, তারপর দেখা যাবে।

[ললিতা চলে যায়। মতি বিস্মিত হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে। জালাল বলতে বলতে প্রবেশ করে।]

জালাল। নাঃ, এরা আর শান্তিতে থাকতে দেবেনা দেখচি! একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলো....

মতি। ঠাণ্ডা!

জালাল। আর বলো না ভাই! ভেবেছিলাম পাকিস্থানে হাঙ্গামাটা থেমে গেলো—এবার এখানেও আস্তে আস্তে উত্তেজনা কমে আসবে। ছাখো দিকিনি, তার মধ্যে কি কাণ্ড! আবার পার্বতীপুরে ট্রেণ আক্রমণ!

[খবরের কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা বার করে দেখায়।]

মতি। রেখে দাও, রেখে দাও—এসব খবরের কাগজ দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। এতটুকু হলে এত বড় করে লেখে।

জালাল। চোখ বুজে থেকে লাভ নেই ভাই। সত্যি তো, পাকিস্থানে যা হচ্ছে তার নিন্দের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। হিন্দুদের আর দোষ দেবো কি!

মতি। দোষ কারোই নয়। যাকগে, তুমি কাল কোথায় ছিলে?

জালাল। রিয়াজের বাড়ি।

মতি। তার বাড়ি চড়াও হয়নি?

জালাল। না, পাড়ার লোক তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। অবিশ্যি বাইরে থেকে যদি আক্রমণ হয়....

মতি। আক্রমণ হবেই। তুমি সেখানে আর যাবে না। রিয়াজকেও আমি খবর পাঠাচ্ছি—সেও যেন বাড়ির মায়া ত্যাগ করে।

জালাল। আর তো থাকবার জায়গা দেখচিনে!

মতি। আছে। শঙ্কর তোমাদের থাকবার জায়গা ঠিক করেচে। আশ্রয়শিবিরেও থাকতে পারো—কিন্তু সেখানে থেকে কাজ করতে পারবে না। তবে একটা কথা—শঙ্কর তোমাদের যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে এই বেশে যাওয়া চলবে না।

জালাল। হিন্দুর বেশ ধরতে হবে? কিন্তু ধরা পড়লে বলবে আন্‌সার।

মতি। যে বেশেই ধরা পড়ো, বিপদ আছেই—আন্‌সার না হলেও রেহাই পাবে না। যাক, তোমার কাপড়চোপড়…. ?

জালাল। আছে, সে আমি ঠিক করে নেব। জয়নাল কোথা ?

মতি। ভেতরে খাচ্ছে।

জালাল। আছে তো খুবই আদরে। কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার সব সময়ই ভয় হয় ভাই—ওকে নিয়ে আবার কখন কোন্ বিপদে পড়ো। যাবার মতো অবস্থা থাকলে আমি ওকে কালনায়ই রেখে আসতাম।

মতি। বাইরের বিপদের চেয়ে ভাই ভেতরের বিপদ হয়েচে বেশি—

জালাল। খুব দুরন্তপনা করে বুঝি ?

মতি। না না, তা নয়।….বুঝতে পারো তো—শত হলেও হিন্দুঘরের বিধবা—অবশ্যি ললিতা ওর জন্যে খুবই কচ্ছে….

জালাল। ও! সত্যি ভাই আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ওকে তোমার এখানে রাখা আমার খুবই অন্যায় হয়েচে।

মতি। ইচ্ছে করে তো রাখোনি, দায়ে পড়েই রেখেচো। তা যাই হোক, থাকবার যখন একটা ব্যবস্থা হলো, বলছিলাম জয়নালকে যদি….

জালাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো কথা….ওকে আমি নিয়েই যাবো।

মতি। বেশ, তুমি প্রস্তুত হয়ে এসো। শোভনলাল আসবে—সেই তোমাদের শঙ্করের ওখানে নিয়ে যাবে।

জালাল। আচ্ছা, আমি আসচি।

মতি। দেরি করো না।

জালাল। না।

[জালাল প্রস্থানোদ্যত। ললিতা ক্রুদ্ধ অবস্থায় প্রবেশ করে]

ললিতা। [জালালকে] দাঁড়ান।

[জালাল ফিরে দাঁড়ায়]

আপনার ছেলেকে নিয়ে যান। হ্যাঁ, এক্ষুনি নিয়ে যান।

[ললিতা ভেতরে চলে যায়। জালাল বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। ললিতা জয়নালকে নিয়ে আবার প্রবেশ করে]

জয়নাল। বাজান!

জালাল। বাপজান! [জয়নালকে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বন করে।]

ললিতা। পরের ছেলেকে মানুষ করার আমার বড় দায় পড়েচে! দাদা, তোমার বন্ধুর ছেলেকে তোমার বন্ধুর কাছে দেবে—কেউ তো তাতে আপত্তি করেনি! মিছেমিছি আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো কেন?

জালাল। দিদি!

ললিতা। থাক থাক, আপনাদের সবাইকে চিনেছি। এক জাত নয়, এক ধর্ম নয়, ছুঁইলে নাইতে হয়—তাকে আমি গলার কবচ করে রেখেচি—তাতেও ওরা খুশি নন!

মতি। লীলু!

ললিতা। তুমি আর কথা বলো না দাদা। আমার অসুবিধের জন্যে তুমি জয়নালকে পাঠাচ্ছ! বেশ, আমিই চলে যাবো....

মতি। আমি তা ভেবে বলিনি লীলু....

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কি ভেবে বলেচ। জয়নালকে যেন সখ ক'রে এখানে আমি রেখেচি! ওনার নিজেরই থাকবার কত জায়গা আছে!—ছেলেকে উনি নিয়ে যাচ্ছেন! বেশ তো, নিন না....কিন্তু ছেলের যদি কিছু হয় তবে আমার কোন দায় নেই।

[দ্রুতপদে ললিতার প্রস্থান]

মতি। জালাল! [মুখ তার খুশিতে ভরে ওঠে]

[জয়নালের পোষাক ও দু'তিনটে খেলনা নিয়ে ললিতার পুনঃ প্রবেশ]

ললিতা। [জিনিসগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে] নিন।

জালাল। থাক না ওগুলো।

ললিতা। না না, কিচ্ছু থাকবেনা। ওর কিচ্ছু রেখে যেতে পারবেন না। কোনো স্মৃতিই ওর এখানে থাকবে না।

[অশ্রুসিক্ত লোচনে প্রস্থান]

জালাল। জয়নাল, যাবি?

[জয়নাল মাথা নেড়ে সায় দেয়]

পিসী যাবে না কিন্তু।....যাবি?

[জয়নাল স্থির হয়ে থাকে, "হাঁ না" কিছুই বলে না]

ও! পিসী সঙ্গে গেলে তবে যাবি! এ ক'দিনেই পিসীকে খুব চিনেছিস! [হাসি] ছাখ্, পিসী রাজী হয় কিনা। [জয়নালকে কোল থেকে নামিয়ে] যা, ভেতরে যা। [মতিকে] আসচি। শোভনলাল এলে অপেক্ষা করতে বলবে।

[জালালের প্রস্থান। জয়নাল খেলনা ও তার পোষাক কুড়োতে থাকে।]

মতি। [দু'হাতে জয়নালের চিবুক ধরে] কি রে, যাবিনে?

জয়নাল। না?

মতি। না! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ। [হেসে আদর করে জয়নালের পিঠ চাপড়ায়]

[ব্যস্তভাবে শোভনলালের প্রবেশ]

শোভনলাল। সরবোনাস মোতি, সালারা বদ মোতলবে আছে! জয়নালকে সরাও। রামকান্ত্‌ হীরালাল তুমার বাড়ি চড়াও হবে।

মতি। চড়াও হবে!

শোভনলাল। হুঁ হুঁ, চড়াও হোবে—হামি শুনে এলাম। দেরি কোরো না—জলদি করো।

[ললিতার প্রবেশ]

তুমাকেও সঙ্গে যেতে হোবে দিদি—সালা গুণ্ডাদের বিশ্বোয়াস নাই। দেরি কোরলে জয়নালকে বাঁচাতে পারবে না—সালারা এলো বলে....

ললিতা। তবে....তবে উপায়?

শোভনলাল। হামাদের একটা ঘাঁটিতে এখন তুমাদের যেতে হোবে—পরে সিখান থেকে কোলকাতা যাবে—লোরী আসবে।

মতি। বদনতলায়?

শোভনলাল। হুঁ হুঁ, বদনতলায়। দেরি কোর না—চলো, চলো ...

মতি। জালাল আসবে যে....

শোভনলাল। হামি তোমাদের খানিক দূরে দিয়া আসতেছি। এসে জালালকে লিয়ে চলে যাবে।

মতি। কিন্তু....

শোভনলাল। সে সোব পরে ভাববে মোতি, এখন যা বোলি শোন।

ললিতা। কাপড়চোপড় কিছু....

শোভনলাল। ও সো-অ-ব থাক—জলদি চলো, জান্ থাকলে সোব পাবে—চলো চলো....

[শোভনলাল জয়নালকে কাঁধে তুলে নেয়। ললিতা জয়নালের পোষাক ও একটা খেলনা আচলে ভরে। মতি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসে]

মতি। সামান্য ক'টা টাকা ছিল, নিয়ে এলাম।

শোভনলাল। আচ্ছা আচ্ছা, চলো।

[মতি একটা ছোট লাঠি হাতে নেয়। তারপব একে একে সবাই চলে যায়। স্টেজ খানিকক্ষণ ফাঁকা থাকে। অপর দিক দিয়ে রামকান্ত, হীরালাল ও তাদের সঙ্গে আরো দু'একজন গুণ্ডা সশস্ত্র অবস্থায় ঢোকে]

রামকান্ত। [বলতে বলতে ঢোকে] দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা! বার কর শালা তুরুকের বাচ্চাকে। (কাউকে না দেখতে পেয়ে] এ্যাঁ! শালা ভয়ে গর্তে লুকিয়েচে। এই মতি! শালা! লুকোলি কেন ঘরে? বেরিয়ে আয়। শালা হিন্দু হয়ে মুসলমানের বাচ্চাকে এনে ঘরে রাখা!....[সঙ্গের গুণ্ডাদের] এই বার কর, শালাদের ঘর থেকে টেনে বার কর।

[দু'তিন জন ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসে]

গুণ্ডারা। ঘরে তো কেউ নেই!

রামকান্ত। এ্যাঃ! নেই! শালারা পালিয়েচে! আচ্ছা দেখি যায় কোথা!

হীরালাল। বজ্জাত সব!

গুণ্ডারা। দেবো নাকি ঘরে আগুন লাগিয়ে?

রামকান্ত। না, থাক। চল্ দেখি শালারা গেলো কোথা!

[সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে একটা কোলাহল। পর্দা নেমে আসে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[রাত্রিবেলা। শহরতলীর একটি নির্জন পথ—প্রায় অন্ধকার। এক পাশে একটা লাইট পোস্ট দেখা যাচ্ছে—আলো অনুজ্জ্বল। প্রথমে জনহীন স্টেজ দেখা যাবে। নেপথ্যে খবরের কাগজের হকারের ডাক—টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, তাজা খবর—টেলিগ্রাম! [হকারের ডাক ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে আসবে। তারপর হকার ঢুকবে।]

হকার। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, তাজা খবর—স্টেশন হইতে অধ্যাপকের তরুণী কন্যা হরণ—দিনেজপুরে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার—পূর্ব পাকিস্থানে ভীষণ অরাজকতা—হিন্দুর দেবালয়ে গোহত্যা। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম—

[হীরালালের প্রবেশ]

হীরালাল। এই দেখি একখানা।

[হকার একখানা কাগজ দেয়। হীরালাল তাকে দাম দিলে সে আবার 'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম' বলে চীৎকার করতে করতে চলে যায়। হীরালাল লাইট পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগের সহিত সংবাদের শিরোনামাগুলো পড়ে। তারপর সযত্নে ভাঁজ করে সেটা পকেটে রেখে দেয়।]

রামকান্তটা যে আবার কোনদিকে গেলো! শালা মাতাল নিয়ে পড়েচি মহা মুশকিলে।

[হাতে একটা টিনের স্যুটকেস নিয়ে মনোহরের প্রবেশ]

কি হে মনোহর, কেবল এটাই জুটলো নাকি?

মনোহর। একটা কলের গানও পেয়েছিলাম। দামী জিনিস। মাখনা, শালা মাখনা আমার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মাখনার ঘরে অনেক মাল!

হীরালাল। থাক না—যাবে কোথা! একদিন এক ধমক দেবো—দেবে সব বার করে।

মনোহর। এটাও নিতে চেয়েছিলো। শালার কিছুতেই আশ মিটচে না! কাল ট্রেনে উঠে মুসলমানদের কাছ থেকে দু'শো টাকা আদায় করে নিয়েছে! একটা বাচ্চা মেয়ে—দেখতে ফুটফুটে—তার নোলক ধরে শালা এমন টান মাল্লে—কি বলবো মাইরি—দরদর করে রক্ত! মেয়েটা'র কি চীৎকার! তার বাপ গেলো নোলক খুলে দিতে—মেয়ে কিছুতেই দেবেনা। এক গাড়ী লোক—কিন্তু কারো মুখে একটা টু শব্দ নেই।....আমার আর সহ্য হলো না। মাখনা শালাকে দিলাম এক ধাক্কা মেরে গাড়ী থেকে ফেলে।

হীরালাল। খুব বাহাদুরী দেখালে।

মনোহর। না হীরালাল, নেবো, শালাদের সব নেবো। পাকিস্থান থেকে হিন্দুদের যখন কিছু আনতে দিচ্ছে না—আমরাই বা তাদের জিনিস নিয়ে যেতে দেবো কেন। শালাদের সব কেড়ে রেখে দেবো। ....কিন্তু তখন কেন জানি পাল্লাম না ভাই—মেয়েটার কান্না দেখে আমার ছোট মেয়েটার মুখখানা মনে পড়ে গেল। সে তো আর নেই। বিপদে পড়ে তার মলটা খুলে একবার আমায় বাঁধা দিতে হয়েছিল। খুলে নেবার সময় কি কান্না!* কেবল সেই—সেই কথাটাই আমার মনে পড়ে গেলো।....নইলে ঐ শালাদের জন্যে আবার মায়া! একটু দরদও নেই—না নেই....একটুও নেই....নিমকহারাম গরুখোরদের জন্য আবার মায়া!

[মনোহর সুটকেসটা নিয়ে দ্রুতপদে গমনোদ্যত হয়।]

হীরালাল। [সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে] কি হে! পালাচ্ছ কেন?

মনোহর। কিচ্ছু নেই—কিচ্ছু নেই বলচি মাইরি—

[প্রস্থান ও হাসতে হাসতে অপর দিক দিয়ে হীরালালের প্রস্থান। অপরদিক দিয়ে মতি, ললিতা, জয়নাল ও শোভনলালের প্রবেশ। শোভনলাল জয়নালকে কাঁধ থেকে নামায়]

শোভনলাল। হামার এবার ফেরা উচিত, কি বোলো মোতি ?

মতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও ভাই—জালাল এসে আবার কি বিপদে পড়ে ঠিক কি! তাছাড়া আমাদের দেখতে না পেয়ে....

ললিতা। বেচারার জন্য আমার খুবই চিন্তা হচ্ছে দাদা।

শোভনলাল। না না দিদি, সে জবর চালাক আছে। তার জন্য ভাবনা কোরো না। পুলিশকে একবার সে ছে মাস ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ালো। আচ্ছা মোতি, বদনতলা তো পেরায় আগিয়া। তুমরা যাও—হামি....

ললিতা। আপনি চলে যাবেন....কিন্তু....

শোভনলাল। না না, ইখানে কুছ ডর নাই—শালারা ইদিকে আসবে না। তুমরা যাও। আচ্ছা....

[শোভনলালের প্রস্থান। ললিতা একটা খেলনা জয়নালের হাতে দেয়]

জয়নাল। পিসী, ঘুম পাচ্ছে। [হাই তোলে]

মতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুমোবি, ঘুমোবি। এই তো প্রায় এসে পড়েচি।

ললিতা। আর কতদূর দাদা ?

মতি। ঐ যে সামনে একটা গ্রামের মতো দেখা যাচ্ছে না, ঐটাই বদনতলা। এই রাস্তাটা গিয়ে সেখানেই শেষ হয়েচে। আর কত.... ধর চার পাঁচশ' গজ।

ললিতা। ওটা একটা গ্রাম ?

মতি। গ্রামও বলতে পারিস, শহরও বলতে পারিস। চটকলের শ্রমিক বস্তি।

ললিতা। সেখানে গিয়ে ···[ইতস্ততের ভাব প্রকাশ করে]

মতি। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। দেখবি লোকগুলো কেমন ভালো। ওরা পুড়ে পুড়ে খাটি সোনা হচ্ছে রে। চারচার বার মালিকের সঙ্গে মোকাবিলা হয়ে গেছে, কিন্তু একবারও মাথা নোয়ায়নি। চল্। জয়নাল, একটু হেঁটে যাবি বাবা ?

ললিতা। হুঁ. হেঁটে যাবে ! দেখচো না চোখের অবস্থা ! আয়

[কোলে নিতে যায। হকারের পুনঃ প্রবেশ]

হকার। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, জোর খবর. স্টেশন হইতে অধ্যাপকের তরুণী কন্যা হরণ, আন্সার কর্তৃক নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার, পূর্ব পাকিস্থানে ভীষণ অরাজকতা, টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম····

[ললিতা উৎকর্ণ হযে শোনে]

মতি। দেখি একখানা।

[হকার একখানা কাগজ দেয়। মতি তাকে চারটি পযসা দিয়ে কাগজটা নিয়ে লাইট পোস্টের কাছে যায় এবং শিরোনামার ওপর চোখ বুলোতে থাকে। হকার আবার চীৎকার করতে করতে চলে যায়। মতি রাগে কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে এবং ঘুরে দু'এক পা এগিয়ে আসে।]

ললিতা। ছিঁড়ে ফেল্লে যে !

মতি। ছিড়বো না তো কি ! পয়সার লোভে শালারা বিষ ছড়াচ্ছে !

ললিতা। বিষ !····অমৃত কি করে আশা করো দাদা ?

মতি। তা বলে খুনজখমের খবর এখন ফলাও করে ছেপেও কিছু লাভ নেই।

ললিতা। না, চাপা দেওয়াই ভালো।

মতি। তুই কি বলতে চাস····

ললিতা। না না দাদা, আমি কিছুই বলতে চাইনে।····তবে তোমরা যে কি বলো তাও আমি বুঝতে পারছিনে।

মতি। [একটু উষ্মা প্রকাশ করে] থাক থাক, তোকে আর বুঝতে হবে না। সবই বুঝে বসে আছিস!

ললিতা। আচ্ছা দাদা, তুমি কি বলতে চাও পাকিস্থান থেকে চলে আসা আমার অন্যায় হয়েচে?

মতি। না না, তা কি আমি বলেচি।

ললিতা। তবে?....না বলতে পাচ্ছ তাদের চলে আসতে, না বলতে পাচ্ছ তাদের সেখানে থাকতে!....না এসে তারা সেখানে মরুক, এই কি তোমরা চাও?

মতি। না না, তা চাইব কেন, তা চাইব কেন। মরণ তো এখানে এলেও। কি করে বাঁচা যায় তারই একটা পথ....তারই একটা পথ....আচ্ছা তুই চল।

[ললিতা জয়লালকে কোলে তুলে নেয়। তারপর তারা দু'এক পা এগিয়ে যেতেই নেপথ্যে একটা গোলমাল শোনা যায়।]

এ কি! [ললিতাকে] দাঁড়া।

[নেপথ্যে ভীষণ গণ্ডগোল। বোমা ফাটার শব্দ। ঘরে আগুন লাগায় বাঁশ ফাটছে, তার ফটাফট শব্দ।]

এই রে! শালারা নিকিরিপাড়াটা বোধ হয় শেষ করলো! দেখছিস, কি আগুনের হল্কা! বিপদ হলো, যাই কি করে—ঘুরে যাবার রাস্তাও তো নেই। আচ্ছা, তুই একটু দাঁড়া, আমি দেখে আসচি....

ললিতা। দাদা?

মতি। যেতে তো হবেই, ফেরবার উপায় নেই। তুই একটু আড়ালে দাঁড়া—দেখে আসি কোন পথ করা যায় কিনা।

[ললিতা ভীত হয়ে পড়ে। মতি চলে যায়।]

রামকান্ত। [নেপথ্যে] এই যে হীরালাল! শালা এতক্ষণ ছিলি কোথা! দিলুম নিকিরিপাড়া শেষ করে....

[ললিতা জয়নালকে চেপে ধরে উইংসের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মত্ত অবস্থায় রামকান্ত, দুজন সশস্ত্র গুণ্ডা ও সঙ্গে হীরালাল প্রবেশ করে]

হীরালাল। আমায় দাড়াতে বলে যে আপনি কোথায় কেটে পড়লেন!

রামকান্ত। একটু মাল খেয়ে নিলুম হীরালাল। মতির বাড়ি গিয়ে কাউকে না পেয়ে শালার মেজাজ গেল খিচরে—নিলুম একটু টেনে।....মতির বোনটা দেখতে ভালো....কি বলবো মাইরি—যেদিন প্রথম ওকে দেখলুম—

হীরালাল। এবার জালালের সঙ্গে পালাবে।

রামকান্ত। হুঁঃ! পালাবে! শালার পাতালে গেলে পাতাল থেকে টেনে বার করবো না! হীরালাল, খোঁজ, খোঁজ, ভালো করে খোঁজ, শালার ত্রিভুবন চষে ফেলো—যাবে কোথা!

হীরালাল। নিকিরিপাড়া গেলো—এবার বদনতলা ধরতে হবে—

রামকান্ত। ধরবো ধরবো—আমি সব ধরবো, একটাও বাদ যাবে না। কিন্তু তার আগে মতির বোনকে চাই—আর আর চাই সেই জালালের বাচ্চাটাকে। শালা জালাল নাকি বলেচে আমায় সে ঠাণ্ডা করবে! শালা কুত্তার বাচ্চা!....হীরালাল, যাও খোঁজ—খুঁজে বার করো, আমার হাত থেকে পালাবে শালারা! [হীরালাল ইতস্তত করে। তাকে ধমক দিয়ে] ....যা-ও!

[হীরালাল অনিচ্ছা সত্ত্বে চলে যায়]

এই পটলা ঘেনটা, আয়।

[জয়নাল নেপথ্যে কেসে ওঠে]

কে কাসলো রে! শালা কেউ এসে এখানে লুকিয়েচে বলে মনে হচ্ছে! আয় তো!

[টর্চ জেলে এগিযে যায়। ললিতা ও জয়নাল ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে।]

হা-হা-হা-হাঃ! [অট্টহাসি] এই যে! শালার এতক্ষণে! [এক হাতে জয়নালকে ধরে টানে] এসো, এসো চাঁদ—চাঁদ কি কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে। তাইতো বলি গেলো কোথা! এসো এসো!....

ললিতা। [আর্তনাদ করে] দোহাই আপনার, পায়ে পড়ি—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আপনি....

রামকান্ত। হু হুঁ! রক্ষা করবো বই কি! নিশ্চয়ই রক্ষা করবো!

ললিতা। ও অবোধ, ও নিষ্পাপ, ওকে মেরে কি হবে?

রামকান্ত। অবোধ! নিষ্পাপ! তোমার কোলেরটা যখন কেড়ে নিয়েছিল?

ললিতা। তবু....তবু....

রামকান্ত। ছাড়ো ছাড়োঃ। আর মায়া দেখাতে হবে না। দরদ!

ললিতা। [দৃঢ়কণ্ঠে] না, ছাড়বো না।

রামকান্ত। ছাড়বে না!

[রামকান্ত জয়নালের হাত ধরে হেচকা টান মারে—জয়নাল চীৎকার করে ওঠে]

জয়নাল। উঃ! উঃ! পিসী! পিসী!

ললিতা। ছেড়ে দিন—আমায় না মেরে ওকে নিতে পারবেন না।

রামকান্ত। তোমায়? তোমায় কেন মারবো সুন্দরী! তোমায় আমার কপালের তিলক ক'রে রাখবো।

ললিতা। [ক্রুদ্ধ হয়ে] জানোয়ার! জানোয়ার!!

রামকান্ত। রাগ করে অভিশাপ দিও না চন্দ্রমুখী, ভস্ম হয়ে যাবো! একটু সোহাগ করো আমায়—একটু সোহাগ....

[গালটা ললিতার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়]

ললিতা। [রামকান্তর গালে চড় মেরে] হারামজাদা, বদমাস কোথাকার!

রামকান্ত। [গালে হাত দিয়ে] বটে! পটলা!

[পটলা এগিয়ে আসে]

নিয়ে যা তো মাগীর হাত থেকে ছিনিয়ে শালা এই কুত্তার বাচ্চাকে।

[পটলা জয়নালকে ধরে টান মারে। ললিতা পটলাকে এক লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয়।]

ও! আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজাটা!

[রামকান্ত গিয়ে পেছন থেকে ললিতাকে জোরে জাপটে ধরে। ললিতা তবু জয়নালকে এক হাতে ধরে রাখে।]

পটলা, নিয়ে যা এবার।

[পটলা জয়নালের হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। ললিতা বজ্রমুষ্টিতে জয়নালের হাত চেপে ধরে। জয়নাল কাঁদতে থাকে]

জয়নাল। উঃ! পিসী! উঃ! গেলাম রে, গেলাম রে!

রামকান্ত। ঘেন্টা!

ঘেন্টা। [অপ্রস্তুত ভাবে] এ্যাঁঃ!

রামকান্ত। এ্যাঁ! দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?

[পটলা ও ঘেন্টা দু'জনে জয়নালকে ললিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ললিতা মরিয়া হয়ে তিনজনের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে।]

ললিতা। [ক্ষিপ্ত হয়ে] পারবে না, পারবে না, আমায় না মেরে তোমরা ওকে নিতে পারবে না....

[রামকান্ত ললিতার হাত দুটো জোরে চেপে ধরে। ললিতার মুষ্টি থেকে জয়নাল খসে যায়।]

ললিতা। [আর্ত্তনাদ করে] না না, নিও না, ওকে তোমরা নিও না—ওকে তোমরা নিও না....

জয়নাল। [চীৎকার করে] পিসী, পিসী, পিসী, ফুফু, পিসী....

[গুণ্ডারা তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়]

ললিতা। জয়নাল ! জয়নাল !! জয়নাল !!!

জয়নাল। [নেপথ্যে] পিসী, ফুফু, পিসী, ফুফু, পিসী, পিসী....

রামকান্ত। এই মাগী, চুপ কর।

ললিতা। মারো, মারো, আমায় মারো, একেবারে মেরে ফেলো....

মনোহর। [নেপথ্যে] লুট করবো আমরা আর ভাগ বসাবে তোমরা ! [ঢুকে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায] এ কি ! রামকান্তবাবু, এ কি কচ্ছেন !

রামকান্ত। চোপরও শালা শূয়রকা বাচ্চা !

মনোহর। এ যে....এ যে....

রামকান্ত। শালা ভাগো হিয়াসে [ললিতাকে ছেড়ে তেড়ে মারতে যায়]

মনোহর। না না ধর্মে সইবেনা, ধর্মে সইবেনা....

[বলতে বলতে প্রস্থান। ললিতা একপাশ দিয়ে পালাতে যায়। রামকান্ত ছুটে গিয়ে তার পথ আগলায়। ললিতা ভয়ে কাঠ হয়ে পেছনে সরতে থাকে—রামকান্ত পিশাচের মত হাসতে হাসতে তাকে টেনে নিয়ে প্রস্থান করে]

ললিতা। [নেপথ্যে] মারো, মারো, আমায় খুন করো, একেবারে খুন করো। উঃ ! মা....গো ! আর যে পারিনে গো....মা !

[কাতর ক্রন্দন। অপর দিক দিয়ে মতি ঢোকে]

মতি। লীলু ! লীলু !! লীলু !!!

[ললিতা পাগলিনীর মত ছুটে আসে। তার সারা মুখে দংশনের চিহ্ন]

ললিতা। দাদা, দাদা, জয়নাল, আমার জয়নাল ?

মতি। [ললিতার মুখের চিহ্ন দেখে] লীলু, তোর এদশা করলো কে ? বল বল কোন পশু তোকে....

ললিতা। [আবেগ ভরে] জয়নাল ? জয়নাল দাদা ?

মতি। জয়নাল ?....জয়নালকে বাঁচাতে পারলাম না বোন ! আমাকে দেখে শয়তানেরা তাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে মারলো....

ললিতা। আঃ ! [আর্তনাদ] দাদা, দাদা, আমার জয়নালকে এনে দাও দাদা, আমার জয়নালকে....

মতি। জয়নালকে !

ললিতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জয়নালকে, আমার তুলুকে, আমার জয়নালকে তুলুকে....এনে দাও, এনে দাও....দাদা, তাদের তুমি এনে দাও....

[অবশ হয়ে মতির পায়ের কাছে বসে পড়ে কাঁদতে থাকে। আকাশের দিকে চেয়ে মতি যেন প্রতিকারের উপায় খোঁজে।]

পর্দা

পঞ্চম দৃশ্য

[ম্যানেজারের অফিস ঘর। ম্যানেজার বসে কাজ কচ্ছে। কাল মধ্যাহ্ন।
চটকলের ম্যানেজার জ্যাকসন ঢোকে।]

জ্যাকসন। May I come in ?

ম্যানেজার। Yes yes, come in please.

[জ্যাকসন চেয়ার টেনে বসে]

জ্যাকসন। Many thanks Mr. Das. আপনি খুব ভালোভাবে situation tackle করিয়াচেন। কেহই আপনাকে সণ্ডেহ করিটে পারে নাই।

ম্যানেজার। কিন্তু centreএর attitude বড় সুবিধের নয়। শুনচি military reguisition করা হবে।

জ্যাকসন। Don't worry, don't worry Mr. Das. ও সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি আজ সকালে লণ্ডনে wire করিয়া ডিয়াচি। আপনি দেখিবেন every thing will be O.K.

ম্যানেজার। আমি তো বুঝতেই পারছিনে বাংলা মরে গেলে centre কি করে বাঁচবে! পশ্চিম বাংলার jute industry যদি নষ্ট হয়ে যায় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কি কোনই ক্ষতি হবে না! না মিঃ জ্যাকসন, আগাগোড়াই দেখে আসচি তো, বেঙ্গল সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কেমন যেন একটু উদাসীন! কিন্তু ইণ্ডিয়ার ন্যাশনাল মুভমেণ্টে বেঙ্গলের contribution সব চেয়ে বেশি।

জ্যাকসন। Who can deny it! Of course Bengal has a glorious past. আমার ডুক্ষ হয় মিঃ ডাস বেঙ্গলের এই অবস্থার জন্য। Nobody is responsible for it! আপনি কাউকেই ডোষ ডিতে পারেন না! কিণ্টু কি রকম একটা গোলমাল হইয়া গেল!

ম্যানেজার। সমস্ত ব্যাপারে centreএর interference আমাদের ভালো লাগেনা মিঃ জ্যাকসন!

জ্যাকসন। Yes yes, too much interference is certainly bad. বেঙ্গলের jute industryকে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিটেই হইবে। আমাদের চেম্বারের meetingএ আমি এই question টুলিবে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে policy change করিটে আমাদের চেম্বার যাহাতে advise কোরে আমি টাহার চেষ্টা করিবে। But please, continue pressure. Shaky হইলে চোলিবে না মিঃ ডাস। আর কিছু ডিন চালাইতে হইবে। তারপর ডেখিবেন আমরা যে ডর dictate কোরিবে পাকিস্তানকে সেই ডরে jute বেচিতে হইবে। Commonwealthএর মধ্যে থাকিয়া Indian Dominionএর jute industry নষ্ট করা পাকিস্তানের চলিবে না।

ম্যানেজার। কিন্তু বেশি পাক দিতে গিয়ে দড়ি না ছিঁড়ে যায় মিঃ জ্যাকসন।

জ্যাকসন। আরেঃ! আপনি ঘাবড়াইয়াছেন মিঃ ডাস! লণ্ডন হইতে চাপ ডিলে পাকিস্তান তো আজই kneel down কোরিবে। কিণ্টু আমরা direct চাপ ডিতে চাই না। কে আবার কোথা হইতে U. Nএ নালিশ কোরিয়া বোসিবে! এমনিই টৌ Great Britainকে কেহ ডোষ ডিতে ছাড়ে না!

[কার পদশব্দ শুনে ম্যানেজার ইশারায় জ্যাকসনকে চুপ করতে বলে। জ্যাকসন চুপ করে যায়। সিগারেট ফুকতে ফুকতে রামকান্তের প্রবেশ।]

ম্যানেজার। আরে রামকান্তবাবু যে! আসুন আসুন, বসুন।

[রামকান্ত ম্যানেজারের টেবিলের ওপর বসে যায়। ম্যানেজার সাহেবকে দেখিয়ে তাকে চেয়ারে বসতে বলে।]

রামকান্ত। ও! আচ্ছা মশায়, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

[সে টেবিল থেকে নেমে পাশের চেয়ারে বসে। জ্যাকসন বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়।]

ম্যানেজার। [জ্যাকসনকে] রামকান্তবাবু, the great saviour of West Bengal [রামকান্তকে] Mr. Jackson.

জ্যাকসন। Oh! Ramkantbabu! I've heard much of you. Please....

[শেকহ্যাণ্ডের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। রামকান্ত শেকহ্যাণ্ড করে।]

আপনার প্রশংসা আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছে। You've done miracle. আপনার partriotismএর জন্য আপনাকে আমি congratulate কচ্ছি।

ম্যানেজার। He is an ironman. পাকিস্তানের যেসব এজেণ্ট এখানে থেকে trouble দিচ্ছিল, ইনি না থাকলে তাদের একটাকেও তাড়ান যেত না।

জ্যাকসন। Yes, yes, he has created a history here. Ramkantbabu, we feel proud of you. West Bengal, I mean, our industrial world আপনার কাছে চিরদিন ঋণী থাকিবে। You will get your reward in time. Well Mr. Das, আমি এখন যাই। [ম্যানেজার ও রামকান্তের সহিত শেকহ্যাণ্ড করে] Good bye.

ম্যানেজার। Good bye.

জ্যাকসন। [দোরের কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে] Oh yes, please call on me to-morrow at my office Mr. Das. Bye bye.

[প্রস্থান]

রামকান্ত। চটকলের সাহেবের মতলবটা কি ?

ম্যানেজার। বোঝা মুশকিল! বেটারা চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে জেগে থাকতে। কিন্তু কি করা, নেবে যখন পড়া গেছে ফেরার তো উপায় নেই।

রামকান্ত। আমাদের উস্কিয়ে দিয়ে শালারা আবার গোপনে গোপনে গিয়ে পাকিস্থানের সঙ্গে গাঁটছড়া না বাঁধে!

ম্যানেজার। আমরাই কি তা হ'লে ছেড়ে দেবো নাকি! যাকগে সে কথা। জালালের খবর কি?

রামকান্ত। ছেলে গেছে, এবার সে পালাবেই। গা-ঢাকা দিয়ে আর ক'দিন থাকবে! কিন্তু মশাই, ঘোৎনা মিণ্টে—এদের সম্বন্ধে আপনারা কল্লেন কি?

ম্যানেজার। কি করবো বলুন! Bail petition করা হলো, হাকিম তো জামীন দিলেন না।

রামকান্ত। হবে কি মশাই—দিয়েচেন তো একটা মরা উকীল. প্যান প্যান করে কথা বলে। একটা জাঁদরেল উকীল দিতেন····

ম্যানেজার। মুশকিল! Fire arms নিয়ে ধরা পড়েচে—caseটা যে bailable নয়।

রামকান্ত। বেশি চালাকী করবেন না মশাই, বেশি চালাকী করবেন না! চারচার দিন ধরে ছেলেগুলো হাজতে পচছে, আপনারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন! টাকা খরচ করুন না—জলের মতো টাকা খরচ করুন, দেখি জামীন হয় কিনা!

ম্যানেজার। টাকা খরচ করতে তো আমরা অরাজী নই।

রামকান্ত। দুত্তোর মশাই, আপনাদের টাকায় আমি ইয়ে করি! এমন কিপ্টে আর আমি দেখিনি! ছুঁচের মাথায় ঘী তুলচেন! আরে মশাই, ঢালুন ঢালুন, কলসীর কানায় ঢালুন। না হলে মশাই, এখান থেকে মিলফিল সব উঠে যাবে।

ম্যানেজার। [হেসে] বেশ তো, আপনি যাকে ভালো উকীল মনে করেন....

রামকান্ত। [ব্যঙ্গ করে] ভালো উকীল মনে করেন !....ভালো উকীল তো আমার বড় কুটুম্ব নয় যে "তু" বলে ডাকলুম আর এসে অম্নি হাজির হলেন !

ম্যানেজার। আঃ ! আপনি টাকার কথা কেন ভাবচেন !

রামকান্ত। কেন ভাববো না মশাই ! ক'দিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে হলে সিলিপ দিয়ে দেখা করতে হয়।

ম্যানেজার। আরে সে তো আপনারই ভালোর জন্যে। আমার ঘরে কত সময় কত রকম লোক থাকে।

রামকান্ত। থাক থাক, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না মশাই। এখন দেখচি এই শর্মা ধরা পড়লেও আপনারা বেঁচে যান !

ম্যানেজার। I am sorry Ramkantababu. Beleive me. —আপনারা যাতে কোন বিপদে না পড়েন তার চেষ্টা আমি কচ্ছি। অথরিটির কাছে পারমিশন চেয়েছি এখানে একটা 'ডিফেন্স কোর' খোলবার জন্যে। সেটা পাওয়া গেলে আপনাদের আর কোন অসুবিধেই হবেনা। আপনারা legally এবং openlyই যত খুশি fire arms নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবেন।

রামকান্ত। [ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে] ও ! তা ভালো। কিন্তু ঘোৎনা মিণ্টে ?....

ম্যানেজার। আপনি চিন্তা করবেন না। তারা যাতে বেল পায় তার জন্যে আমি ওপরে চেষ্টা কচ্ছি....

রামকান্ত। তা যেন করলেন। কিন্তু উকীলের ফী-টা ? [হাত বাড়ায়।]

ম্যানেজার। [হেসে] ও ! আচ্ছা তার ব্যবস্থা আমি কচ্ছি।

[হীরালালের প্রবেশ]

হীরালাল। সার!

ম্যানেজার। কী?

হীরালাল। ওরা শান্তির মিছিল বার করবে।

ম্যানেজার। Peace procession! আসবে কে!

হীরালাল। বলা যায় না সার। হাঙ্গামায় হাটবাজার, কাজ-কারবার, লোকের চলাফেরা সব বন্ধ। দাঙ্গা চলুক, এটা তো আর সবাই চাচ্ছে না।

ম্যানেজার। Nonsense!

হীরালাল। সত্যি কথাই বলচি সার। লোক ভয়ে কিছু বলচে না—কিন্তু মনে মনে তো অনেকেই বলচে—দাঙ্গা থামলে বাঁচি। বেরুবার একটা পথ পেলেই হয়তো লোকের এই মনের কথা বানের জলের মতো বেরিয়ে আসবে। তাই বলছিলাম, ওরা যে শান্তির মিছিল বার করবার জন্য তোড়জোড় কচ্ছে সেটাকে আগে থেকেই বন্ধ করতে না পারলে....

ম্যানেজার। হুঁ! তুমি ঠিকই বলেচো হীরালাল। রামকান্তবাবু!

রামকান্ত। [ব্যঙ্গ করে করজোড়ে] হুজুর!

ম্যানেজার। আর একবার শক্তিপরীক্ষা। এই peace procession আমাদের বন্ধ করতেই হবে।

রামকান্ত। [ব্যঙ্গ করে] শক্তিপরীক্ষা!....কারণবারি ছাড়া তো মহাশক্তি জাগেন না হুজুর!

ম্যানেজার। ঠাট্টা রাখুন।

রামকান্ত। ঠাট্টা! কাজের কথা নিয়ে রামকান্ত কখনো ঠাট্টা করেনা সার।

ম্যানেজার। কবে মিছিল বেরুবে হীরালাল?

হীরালাল। বোধ হয় আজই।

ম্যানেজার। রামকান্তবাবু, এদের বড়াই কিছুতেই ভাঙ্গচে না। বিষ দাঁত আমি উপড়ে ফেলবো। শান্তির মিছিল! শান্তি! হ্যাঁ, শান্তিই চাই। এই industrial beltএ কেউ যাতে আর কোনদিন অশান্তি না ঘটাতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। রামকান্তবাবু, যে করেই হোক এ মিছিল ঠেকাতেই হবে। পুরস্কার আপনি পাবেন।

রামকান্ত। আজ নগদ কাল বাকী সার।

ম্যানেজার। আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি কচ্ছি। হীরালাল, তুমি দত্ত সাহেবের কাছে যাও। আমার কোয়ার্টারে তাঁকে একবার আসতে ব'লো।

রামকান্ত। [দু'হাতে হীরালালের গাল চাপড়ে আদরের ভঙ্গীতে] যাও হীরালাল, যাও।

[হীরালালের প্রস্থান]

ম্যানেজার। কি করি মশাই! আপনাকে যে টাকা দিই তাতে অনেকের চোখ টাটায়।

[চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলতে যায়। লেবার অফিসারের প্রবেশ।]

কি? Permission পাওয়া গেল মিঃ মুখার্জী?

লেবার অফিসার। না। অথরিটি বললেন,—কি হবে মশায় ওসব defence corp ফোর করে? কোথায় কোন্ undesirable elementএর হাতে গিয়ে পড়বে fire arms—তারপর আমরাই পড়বো মুশকিলে! পুলিশ না পারে, শান্তি রক্ষার জন্যে আমরা military force ডাকবো।

ম্যানেজার। [রাগত ভাবে] Oh ! They have changed their policy ! দিল্লীর dictation ! মরবে মরবে এরা—এ সব weakness-এর জন্যে পাকিস্থানের কাছে মার খেয়ে মরবে এরা।.... কুছ পরোয়া নেই—জনমত আমাদের দিকে। Victory shall be ours.

[ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। অস্পষ্ট আলোতে দেখা যায় ম্যানেজার রামকান্তের হাতে কি গুঁজে দিচ্ছে।]

পর্দা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রাত্রি। হ্যারিকেনের সামান্য আলোতে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মতি তার ঘরের দাওয়ায় একা চুপ ক'রে বসে আছে। তাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ললিতা খুব ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করে। সে এসে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সে কথা বলে।]

ললিতা। দাদা....দাদা, খাবে এসো।

[মতি সাড়া দেয় না, কেবল পাশ ঘুরে বসে।]

আমি আর বসে থাকতে পাচ্ছিনে—তুমি খাবে তবে তো শোব!

মতি। তুই শুয়ে পড়গে, আমি খাবো না।

ললিতা। তা হয়না দাদা, বাড়া ভাত ফেলে রাখতে নেই।

মতি। লীলু, জ্বালাতন করিসনি। বলচি তো আমি খাবো না। আমার শরীর ভালো নেই।

ললিতা। ভালো নেই! ক'দিন ধরেই তো অন্নজল ত্যাগ করেচ! ডাকলেই বলচো, তোমার শরীর ভালো নেই....

মতি। [বিরক্তি ভরে] হ্যাঁ, নেই নেই নেই! একশো বার তো বলচি আমার শরীর ভালো নেই! তবু কেন বিরক্ত কচ্ছিস বলতো!

ললিতা। দাদা, নিজের আঘাতটাই বড় করে দেখচো—অন্য মানুষের আঘাতটা তোমার কাছে কিছু নয়!

মতি। মানুষ! মানুষ আছে নাকি! সব পশু, পশু....

ললিতা। আমার মুখের দিকে তুমি যদি একবারও তাকাতে!

মতি। তাকিয়েচি, অনেকবার তাকিয়েচি, কিন্তু,....কিন্তু কি করতে পেরেচি আমি!....না না লীলু, তুই যা, বিরক্ত করিসনি, বিরক্ত করিসনি—আমায় একটু চুপ ক'রে থাকতে দে!

ললিতা। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর তুমি দাদা! একটি দিনের জন্যে তুমি আমায় প্রাণভরে কাঁদতে পর্যন্ত দাওনি। কান্নায় আমার বুক ফেটে গেছে, আমি কাঁদিনি—তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি নীরবে সব সহ্য করে গেছি, তোমার কষ্ট হবে ভেবে দিনের পর দিন আমি অন্নের গ্রাস বিষের মতো মুখে তুলে দিয়েচি! আর, আর আজ তুমি নিজে আঘাত পেয়েছ বলে একটিবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখো না, একটি বার আমার মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করো না····

মতি। আঘাত! এ আঘাত তুই বুঝবিনে লীলু—আমার বিশ্বাস, আমার আশা, আমার কল্পনাজগৎ সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—নেই, নেই, একটু আলোও নেই! অন্ধকার, অন্ধকার, কেবল অন্ধকার—

ললিতা। দাদা!

মতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলো ওরা সহ্য করতে পারেনা রে লীলু, আলো ওরা সহ্য করতে পারে না! তুই যা। আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই····এ মুখ আমি আর কাউকে দেখাতে চাইনে।

ললিতা। হুঁ! আমারই বাঁচা দরকার দাদা, আমি তো কিছুই হারাইনি! তোমরা স্বার্থপর, তাই····

মতি। আমরা স্বার্থপর! হুঁ হুঁ····আমরা স্বার্থপর····

ললিতা। তাই দাদা, তাই! তোমার স্বপ্ন সফল হলো না বলে তুমি আর বাঁচতে চাইছ না! আর আমি? আমি আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, একমাত্র সত্য বস্তুকে হারিয়ে আজো বেঁচে আছি। আমি যখন এখানে এলাম তোমার উচিত ছিলো আমায় এক বাটী বিষ এনে দেওয়া—তাহলে, তাহলে বুঝতাম, সত্যি তুমি আমার আপন জন····

[কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে। মতি দু'হাঁটুতে মাথা গুজে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর উঠে ললিতার কাছে গিয়ে বলে]

ভাত দিয়ে যা।

ললিতা। বাড়া আছে, ঢাক্‌না তুলে খাওগে।

মতি। তুই খাবিনে?

[ললিতা নিরুত্তর।]

বেশ বেশ, এই শেষ! আর যেন তোর হাতে আমাকে ভাত না খেতে হয়।

[ক্রুদ্ধভাবে মতির প্রস্থান। ললিতা গালে হাত দিয়ে উদাস ভাবে বসে থাকে। কাবুলিওয়ালার বেশে জালালের প্রবেশ।]

ললিতা। [ভীতকণ্ঠে] কে?

জালাল। ভয় নেই, আমি জালাল।

[পাগড়ীটা খুলে ফেলে।]

ক'দিন আসতে পারিনি বোন, আসাটা যে নিরাপদ নয়, বুঝতেই পারো। সেদিন এসে তোমাদের এখানে না পেয়ে প্রথমটায় বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম; তারপর শোভনলালের কাছে শুনলুম সবই। সত্যি দিদি, তুমি না থাকলে জয়নালকে এবার বাঁচাতে পারতুম না। [দাওয়ায় বসে] তুমি চলে আসার সময় কান্নাকাটি করেচে নিশ্চয়ই? তা হোক, তবু তো নিরাপদে আছে। মতি কৈ—ফেরেনি?

[ললিতা কোন জবাব না দিয়ে অশ্রুসিক্ত লোচনে ভেতরে চলে যায়। জালাল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর লাঠিটা মাটিতে আস্তে আস্তে ঠুকতে আরম্ভ করে। অন্তরালে মতির গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। জালাল উৎকর্ণ হয়ে শোনে।]

মতি। [নেপথ্যে] না না, তুই তাকে চলে যেতে বল, চলে যেতে বল। আমি কারো সঙ্গে দেখা করবো না, কারো সঙ্গে আমি দেখা করবো না।

ললিতা। [নেপথ্যে] তুমি কি পাষাণ দাদা!

মতি। [নেপথ্যে] হুঁ হুঁ, আমি পাষাণ, পাষাণ! তুই তাকে চলে যেতে বল—আমি তার সঙ্গে দেখা করবো না।

[ললিতা অধোবদনে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করে]

জালাল। মতি অসুস্থ নাকি?

ললিতা। [দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে] উঁ! হুঁ! তাই। ক'দিন ধরে ও কারো সঙ্গেই দেখা করতে চাইছে না।....আপনি আরেকদিন আসবেন।

[ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করে।]

জালাল। ও! এও চোরাবালি! পায়ের তলায় শক্তমাটি আর একটুও রইলো না। [গমনোদ্যত। পুনরায় ফিরে]....ললিতা, ললিতা, মতিকে শুধু....না, না মিথ্যে মিথ্যে, সব মিথ্যে....

[প্রস্থানোদ্যত। মতি চীৎকার করতে করতে প্রবেশ করে।]

মতি। জালাল! জালাল!!

জালাল। মতি!

[দু'জনে দু'জনকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে।]

মতি। পালাও, পালাও ভাই, তুমিও এখান থেকে পালাও—না হ'লে জয়নালের মতো তোমাকেও হারাতে হবে!

জালাল। জয়নালের মতো....কি বলচো ভাই?

মতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলচি, জয়নাল....জয়নাল নেই ভাই....তোমার জয়নাল নেই।

জালাল। নেই!

[জালাল আস্তে আস্তে মতির বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়! তারপর খানিকক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। মতি মাথা হেঁট করে। জালাল ধীরে ধীরে দাওয়ার ওপর বসে। তার দৃষ্টি যেন সব কিছু ছাড়িয়ে অনন্ত আকাশে জয়নালকে খুঁজছে। মতিও তার পাশে গিয়ে বসে। ললিতা প্রবেশ ক'রে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

মতি। অনেক চেষ্টা করলাম ভাই, রাক্ষসদের হাত থেকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না! তুমি এখান থেকে চলে যাও।

জালাল। অসম্ভব।

মতি। থেকে আর বিপদ বাড়িও না।

জালাল। মতি!

মতি। বুঝি এই পরাজয়ের আঘাত কতো বেশি। কিন্তু উপায় নেই ভাই—যেভাবেই হোক তোমার জীবন রক্ষা করতেই হবে।

জালাল। পালিয়ে বাঁচবার পথ আমাদের নয় ভাই!

মতি। কিন্তু লড়াইয়ের সব পথই বন্ধ।

জালাল। তবু....তবু এরই মধ্যে পথ করে নিতে হবে।

মতি। অযথা মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে লাভ নেই বন্ধু!

জালাল। মৃত্যু! হ্যাঁ, যদি মৃত্যু আসে তবে সেই মৃত্যু দিয়েই আবার রচিত হবে জীবনের পথ—সেই পথে ফিরে আসবে দুলাল....আমার জয়নাল! না না বন্ধু, তুমি আমায় দুর্বল করে দিও না, চোখের জলে ভবিষ্যৎ ঝাপসা হয়ে যাবে।....শক্তি দাও, শক্তি দাও কমরেড।

[জালাল মতির কাঁধে মাথা রাখে। মতি জালালকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে]

মতি। যারা ছিলো সাথী তারা একে একে সবাই সরে পড়লো! আজ ভেড়ার পালের মতো সব কারখানায় ঢুকচে আর ভেড়ার পালের মতো বেরিয়ে আসচে!

[জালাল বিস্মিত হয়ে মতির মুখের দিকে তাকায়।]

হ্যাঁ, তাই। কাদের নিয়ে তুমি লড়াই করবে?

জালাল। কিন্তু....এরাই একদিন বাঘের মতো লড়াই করেচে।

মতি। হুঁ! আজ শেয়াল সেজেছে! আসলে আমরা রুটির জন্যে লড়াই করেচি, মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে কখনো লড়িনি! এক টুকরো হাড় নিয়ে যারা কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করে—তারা আদর্শের জন্যে লড়তে পারে না জালাল।

জালাল। তুমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেচ মতি।

মতি। হুঁ, ফেলেচি। এর পরেও বিশ্বাস রাখা একটা ভাববিলাস মাত্র।

ললিতা। বিশ্বাস কোনদিনই তোমার ছিল না দাদা, থাকলে এতো সহজে হারাতে পারতে না।

[মতি বিস্মিত হয়ে ললিতার মুখের দিকে তাকায়)

হ্যাঁ! এতদিন তুমি যা বলেচ তা তোমার মুখের কথা। যদি অন্তরের কথা হোতো তবে এভাবে তুমি মুষড়ে পড়তে না—যারা মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে খুন করে তাদের শাস্তি না দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে না! বড় বড় কথা অনেক শুনেচি দাদা, তোমরা নাকি কত কি করবে....কিন্তু কৈ... আজো তো এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারলে না যেসমাজে ছেলে তার মায়ের বুকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, যেসমাজে নারী তার সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে?

মতি। [সামান্য দৃঢ়তার সহিত] হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও তাই চাই লীলু। কিন্তু.... কোনদিকেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছিনে।

ললিতা। [বিদ্রূপের স্বরে] আশা....আলো....ভবিষ্যৎ!

মতি। হ্যাঁ! আশা-আলো-ভবিষ্যৎ! ভুল!....শোভনলাল....। না না জালাল, আমি অনেক চেষ্টা করেচি....হবেনা হবেনা, এখন হবেনা....পাথরে মাথা খুঁড়ে লাভ নেই....

ললিতা। না, লাভ নেই! মরাই ভাল! আগে জানলে তোমার কাছে আসতাম না দাদা। পাকিস্থানে মরতাম তাও ছিল ভালো....

[প্রস্থানোদ্যত।]

মতি। [রেগে গিয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর মর তুই, তাই গিয়ে মর।

ললিতা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] কি! কি বললে দাদা!! উঃ হুঃ হুঃ.... [কান্নায় কেটে পড়ে]

মতি। [অনুতপ্ত হয়ে ললিতার দু'বাহু আবেগে চেপে ধরে] লীলু, লীলু, ক্ষমা, আমায় ক্ষমা কর্ তুই।

ললিতা। [বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] ক্ষমা! কেউ তোমাদের ক্ষমা করবে না দাদা! না, না, আমি, আমি ক্ষমা করতে পারবো না, আমি তোমাদের ক্ষমা করতে পারব না—

[দ্রুত প্রস্থান। মতি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

জালাল। [আপন মনে] ক্ষমা! আমাদের এই অন্যায়ের ক্ষমা নেই মতি!

[শঙ্কর নেপথ্যে বলে "মতি, আমার কথা ঠিক কিনা ভেবো"। বলার সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহন, শোভনলাল ও মনোহরকে নিয়ে শঙ্কর প্রবেশ করে]

শঙ্কর। মনোহর, লালমোহনবাবু, এরা সব [হঠাৎ থেমে গিয়ে] ও! জালাল! তুমি কখন এলে ভাই?

[সবাই নিরুত্তর। মতি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকায়]

[জালালকে] জানি জানি, আমি সবই শুনেচি ভাই। কিন্তু থেমে গেলে তো চলবে না। শান্তি আমাদের আনতেই হবে।

মতি। শান্তি!

শঙ্কর। হ্যাঁ, শান্তি! শান্তির মিছিল বার করবো আমরা।

শোভনলাল। হুঁ! চলো মোতি। জলুস, হামরা জলুস বার করবে। ফিন হামরা জোর আওয়াজ তুলবে—শান্তির আওয়াজ....

মতি। [অবজ্ঞার হাসি] হোঃ হোঃ হোঃ! উন্মাদ! উন্মাদ তোমরা!

শোভনলাল। [রেগে গিয়ে] মোতি, তুমি তোবে শান্তির জলুসে যাবে না?

মতি। না।

শোভনলাল। কেনো?

মতি। এই মনোহর, এই লালমোহনবাবু—এদের নিয়ে শান্তির জলুস! যাদের সামনে মানুষকে কেটে কুচিকুচি করা হয়েচে—যাদের চোখের সামনে মানুষের ঘরে আগুন দেয়া হয়েচে—[মনোহরের দিকে চেয়ে] যারা লুটের মালে বখরা বসিয়েচে—তাদের নিয়ে শান্তির মিছিল!.... এই মিছিলে আমার বিশ্বাস নেই। দরকার হয় আমি একলা থাকবো; তবু শয়তানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারবো না।

মনোহার। [আবেগ ভরে] মতি, মতি, আমায় তুমি ক্ষমা করো মতি।

মতি। ক্ষমা!

মনোহর। আমি বুঝতে পারিনি মতি। শয়তানদের কথায় পড়ে অনেক কুকাজ করেচি। আর অমন কাজ করবো না। আমায় তুমি বিশ্বাস কর।

মতি। [দাঁত কড়মড় করে] বিশ্বাস! জালাল, পারবে, পারবে তুমি এদের বিশ্বাস করতে?

শোভনলাল। [রাগত ভাবে] মোতি, জালালের লেড়কাকে যে আগ্ মে ফিক দিলো সে তো তুমহারই চোখের উপর!

মতি। [হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার তখন ইচ্ছে হয়েছিল.... [আবার হতাশা] কিন্তু কি করবো....নিরুপায়! আমি তখন একলা!

শোভনলাল। তাই জান লিয়ে পালিয়ে এলে ! মোতি, তুমহার ইসব বড়াই হামার ভালো লাগে না। তুমি জলুসমে না যাবে, হামরাই জলুস বার কোরবে। চলো চলো মনোহর।

[শোভনলালের প্রস্থান। তাকে মনোহরের অনুসরণ]

লালমোহন। মতিবাবু, আপনি কেবল পরের ভুলই খুঁজে বেড়াচ্ছেন ; নিজের ভুলের দিকে একবারও তাকাতে চান না। সবাইকে ছোট ভেবে, সবাইকে অবিশ্বাস করে আপনি যদি স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করতে চান করুন, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এদিকে পাটকলের সাহেবরা আমাদের বলবে খুনোখুনি করতে, ওদিকে ভেতরে ভেতরে তাদেরই হুকুমে মিতালীর জন্যে নয়াদিল্লী আর করাচীতে চলবে হরদম খানাপিনা—এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

[লালমোহনের বেগে প্রস্থান]

শঙ্কর। মতি, তুমি এখনো ভেবে ছাখো। এদের আহ্বান তুমি উপেক্ষা করো না।

[মতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন খানিকক্ষণ ভাবে। তারপর শঙ্করের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে]

মতি। [অকস্মাৎ আবেগ ভরে বলে ওঠে] না না জালাল, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও এখান থেকে ···এদের কাছে তুমি থেকো না, চলে যাও····চলে যাও····এদের তুমি বিশ্বাস করো না····এদের তুমি বিশ্বাস করো না····না না, এদের তুমি বিশ্বাস করো না····

[প্রস্থানোদ্যত]

শঙ্কর। মতি ! [মতি ফিরে দাঁড়ায়]

[খগেন নামে একজন শ্রমিক বলতে বলতে প্রবেশ করে।]

খগেন। শান্তির মিছিল বেরিয়েচে শঙ্করবাবু, শান্তির মিছিল বেরিয়েচে।

শঙ্কর। বেরিয়েচে! লোকজন এসেচে?

খগেন। তা মন্দ লোক হয়নি। শতখানেক হবে।

শঙ্কর। কারা কারা এলো খগেন?

খগেন। লালমোহনবাবুদের কয়েকজন যোগ দিয়েচে। তিন নম্বর লাইনের কিছু লোকও এসেচে। তবে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখচে বহু লোক।

শঙ্কর। দেখচে? আচ্ছা তুমি যাও। আমি আসচি।

[খগেনের প্রস্থান]

আমাকে তো যেতে হচ্ছে জালাল। তুমি?

জালাল। চলো, আমিও যাচ্ছি।

শঙ্কর। [ইতস্তত করে] তু····মি! আচ্ছা, চলো। মতি, যাবে তুমি?

[মনোহর চীৎকার করতে করতে ঢোকে]

মনোহর। সর্বনাশ, সর্বনাশ শঙ্কর, সর্বনাশ !!

শঙ্কর। কি, কি হলো মনোহর, কি কি?

মনোহর। শোভনলাল খুন, শোভনলাল খুন হয়েছে!

[মতি বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে মনোহরকে চেপে ধরে।]

মতি। শোভনলাল খুন!

মনোহর। হ্যাঁ, হ্যাঁ মতি, শোভনলাল····

মতি। কে কে, কে তাকে খুন করলো?

মনোহর। জানিনা, জানিনা!

মতি। জাননা! রাখো তোমার যম ঘনিয়ে এসেচে।

[মনোহরের টুটি চেপে ধরে। শঙ্কর তাকে ছাড়িয়ে দেয়।]

মনোহর। মতি, সত্যি বলচি, আমি জানিনা। আমায় বিশ্বাস করো মতি।—আমার কথা শোন। [একটু দম নিয়ে] মিছিল বেরিয়েচে। শোভনলাল সবার আগে আমাদের ঝাণ্ডা নিয়ে। আমরা বুড়ো শিবতলায় বটগাছের তলায় সবে এসেচি, এমন সময় অন্ধকারে কোত্থেকে একটা লোক এসে শোভনলালকে মারলো ছোরা। তারপর সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মতি। শোভনলাল কোথায়?

মনোহর। শোভনলালকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। অন্ধকারে আমাদের ওপর গুলী!

মতি। গুলী! কারা গুলী করলো?

মনোহর। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না ভাই! মনে হলো ঐ ম্যানেজারের কোয়ার্টার থেকে।

মতি। [রেগে আগুন হয়ে] ম্যানেজারের কোয়ার্টার থেকে! ও! শয়তান!! শোভনলাল, শোভনলাল নেই! শোভনলাল!!!

[বিদ্যুৎবেগে ঘরে প্রবেশ করে এবং একটা লাঠি নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ভঙ্গীতে বেরিয়ে পড়ে। সকলে তাকে অনুসরণ করে। ললিতা উদ্বিগ্নভাবে চীৎকার করে ডাকতে থাকে]

ললিতা। দাদা! দাদা!! দাদা!!!

পর্দা

সপ্তম দৃশ্য

[অন্ধকার রাস্তা। আশপাশে ঝোপঝাড়। দুটো লোক পা টিপে টিপে ঢোকে— অন্ধকারে তাদের অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় দেখায়। আলো সামান্য বাড়ে। এবার তাদের চেনা যায়। একজন হীরালাল, অপরজন রামকান্ত। দু'জন টর্চ ফেলে কি খুঁজতে থাকে। হঠাৎ একটা শব্দ শোনা যায়। দু'জনই ভয় পেয়ে চমকে উঠে টর্চ নিভিয়ে দেয়। দু'জনে কানে কানে ফিসফিস করে। আবার টর্চ জ্বেলে কি খুঁজতে থাকে।]

রামকান্ত। [চাপা গলায়] হীরালাল, তুমি ঠিক দেখেচ? শোভনলাল তো? না আর কেউ?

হীরালাল। [উচ্চতর কণ্ঠে] না, আমি দেখলাম....

রামকান্ত। আস্তে আস্তে! কে আবার কোত্থেকে শুনে ফেলবে ঠিক কি!

হীরালাল। শালারা যে লাসটা কোথায় ফেলে গেল!

রামকান্ত। খোঁজ খোঁজ, লাসটা খুঁজে বার করতেই হবে। না হলে আবার বেটারা ওটা নিয়ে হৈ চৈ করবে।

হীরালাল। গুম করাও তো মুশকিল।

রামকান্ত। গঙ্গায়, গঙ্গায়, মা গঙ্গায়! কিচ্ছু ভেবো না। দু'জনে দু'পায়ে ধরে হিরহির করে টেনে নিয়ে মা গঙ্গার কোলে ফেলতে কতক্ষণ! খোঁজ খোঁজ।

[বাইরে শব্দ শুনে দু'জনই চমকে ওঠে। হীরালাল কোমর থেকে ছোরা বার করে বাইরের দিকে টর্চ ফেলে। টর্চের আলোতে মতির মুখ দেখা যায়। হীরালাল ছোরা নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মতি তার হাতে লাঠি মারে। ছোরাটা তার হাত থেকে পড়ে যায়। 'উরেঃ বাবারে" বলে হীরালাল পালায়।

রামকান্ত রিভলবার তুলে গুলী করে। মতি মনোহর বসে পড়ে। শঙ্কর, জালাল ও আরো কয়েকজন এসে রামকান্তকে জাপটে ধরে। হীরালালের পরিত্যক্ত ছোরাটা মতি তুলে হাতে নেয়। রামকান্তের সঙ্গে খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। রামকান্ত আবার গুলী করতে চায়, একজন তার হাতটা জোরে উল্টে ধরে। রিভলবার থেকে গুলী বেরিয়ে রামকান্তের বক্ষ ভেদ করে। রামকান্ত আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।]

শঙ্কর। যাঃ! শালা নিজের গুলীতেই নিজে মরেচে!

রামকান্ত। উঃ! একটু জল, এ-কটু জ-অ-ল, জ-ল····

[শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। মতি হাত থেকে ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

মতি। [হীরালালের টর্চটা নিয়ে] শোভনলাল! শোভনলাল! শোভনলালকে খুঁজে বার করতেই হবে! মনোহর, বলো, বলো, শোভনলালকে কোথায় ফেলে রেখে গিয়েছিলে?

মনোহর। এখানেই····এখানেই। খুঁজে ছাখো, ভালো করে খুঁজে ছাখো। পাবে এখানেই তাকে। গুলীর মুখে দাঁড়াতে না পেরে এখানেই আমরা তাকে ফেলে যাই।

শঙ্কর। [রামকান্তের টর্চ ও রিভালবারটা কুড়িয়ে নেয়] অন্ধকারে শকুনের দল লাস খুঁজে বেড়াচ্ছিল। [রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।] মতি, শোভনলালকে আমাদের চাই। তাকে নিয়ে আবার আমরা মিছিল বার করবো—তার সাধের শান্তির জলুস—শোভনলাল!

[সবাই খুঁজতে থাকে। স্টেজের একপাশে গিয়ে মনোহর চীৎকার করে ওঠে।]

মনোহর। মতি মতি, শোভনলাল—এই যে শোভনলাল!

[মতি ও অন্যান্য সকলে ছুটে শবের কাছে যায়। শোভনলালের মৃতদেহ ধরাধরি করে স্টেজের মাঝখানে নিয়ে আসে]

মতি। [শোভনলালের শবের ওপর ঝুঁকে পড়ে] শোভনলাল, শোভনলাল ! তুই চলে গেলি, অভিমান করে তুই চলে গেলি ভাই ! [কান্না]

শঙ্কর। কান্নার সময় নয়। চোখের জলে ওর স্মৃতির অপমান হবে। চলো মতি, ওকে নিয়ে আবার আমরা শান্তির মিছিল বার করি।

মতি। শোভনলাল, শোভনলাল, কেন তুই এভাবে অকালে নিভে গেলি !

জালাল। নিভে যায়নি মতি—শোভনলাল আমাদের মুশকিল আসানের চিরাগ, আঁধার রাতের ঈদের চাঁদ। চলো, শোভনলাল আমাদের যে পথের নিশানা দিয়েচে সেই পথে এগিয়ে যাই। শান্তি চাই বললেই শান্তি আসে না মতি—জান দিয়ে শান্তিকে ভালোবাসতে হয়। চলো আর দেরি নয়, আমরা বেরিয়ে পড়ি—শোভনলাল আমাদের পথ রোশনাই করুক—শান্তির মিছিল জ্বালুক মানুষের দিলে নতুন আশার আলো—আর অন্ধকারে মুখ লুকোক সেই দুষমনের দল যারা দুলাল, শোভনলাল....আমার জয়নালকে বাঁচতে দেয়নি !....চলো, চলো মতি, শোভনলালকে নিয়ে চলো।

মতি। তাই চলো জালাল। শোভনলাল আজ চোখ খুলে দিয়ে গেল। ভুল আমি করেচি—সংগ্রামের দিনে দ্বিধা করেচি বলেই শোভনলালকে এভাবে হারাতে হলো। কিন্তু আর নয়, এমন ভুল আর আমি কখনো করবো না। যারা শোভনলালকে অকালে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল তাদের শাস্তি না দিয়ে আমার শান্তি নেই....না আমার শান্তি নেই....

শঙ্কর। এসো মতি, শোভনলালকে ছুঁয়ে আমরা সবাই শপথ করি—যারা ঘর পোড়ায়, মায়ের কোল শূন্য করে, মানুষের বুকে ছুরি মারে, গুলী চালায়—স্বার্থের জন্য গরীবের তাজা রক্তে হাত রাঙায়—সেই

রক্ত শোষা দুষমনদের বিরুদ্ধে হবে আমাদের শেষ লড়াই। বলো—
শহীদ শোভনলালকি....

সকলে। জিন্দাবাদ!

শঙ্কর। শহীদ শোভনলালকি!

সকলে। জিন্দাবাদ!

শঙ্কর। শহীদ শোভনলালকি!

সকলে। জিন্দাবাদ!

[সকলে ধরাধরি করে শোভনলালের রক্তাক্ত দেহটা কাঁধে নিতে যায়। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা